প্রাথমিক শিক্ষা বার্তা

৩য় বর্ষ ● ২য় সংখ্যা ● জুলাই ২০২৪

সম্পাদকীয়

একুশ শতকের বাংলাদেশ তৈরিতে এবং প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় তার আওতাধীন দপ্তরের মাধ্যমে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে থাকে। 'প্রাথমিক শিক্ষা বার্তা'য় এ কার্যক্রমসমূহের প্রতিফলন ঘটে।

প্রতিবছর 'প্রাথমিক শিক্ষা বার্তা'র দু'টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এবার তৃতীয় বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হচ্ছে। এই সংখ্যায় প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের নৈতিকতা চর্চা, নতুন জামা, এসডিজি ৪-শিক্ষা ২০৩০ ও আমাদের প্রত্যাশা, বিটিপিটি প্রশিক্ষণার্থীদের ইনোভেশন শোকেসিং, সফলতার গল্প, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, ইউএসএআইডি-এর এসো শিখি প্রকল্প ইত্যাদি বিষয় নিয়ে সংবাদ ও নিবন্ধ থাকছে। সংবাদ-প্রতিবেদন অংশে জানুয়ারি ২০২৪ থেকে জুন ২০২৪ কালপর্বে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা উপস্থাপন করা হয়েছে। সচিত্র সংবাদ অংশে উল্লিখিত পর্বে অনুষ্ঠিত কার্যক্রমের ছবি সন্নিবেশ করা হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের ষাণ্মাসিক নিউজলেটার হিসাবে 'প্রাথমিক শিক্ষা বার্তা' নিয়মিত প্রকাশিত হয়। এতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল দপ্তরের বিভিন্ন কার্যক্রমের সংবাদ এবং এ সংক্রান্ত বিভিন্ন নিবন্ধ স্থান পায়। প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের আগ্রহী কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষকগণকে সচিত্র সংবাদ/প্রতিবেদন, প্রবন্ধ ই-মেইলের মাধ্যমে বা ডাকযোগে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো। সকলের সুচিন্তিত মতামত এবং পরামর্শ আমাদের আগামী প্রকাশনাকে আরও সমৃদ্ধ করবে।

ফরিদ আহ্মদ (যুগ্মসচিব)
মহাপরিচালক
জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি, ময়মনসিংহ

প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের নৈতিকতা চর্চা

মোঃ খালিদ মোশারফ
ইন্সট্রাক্টর (সাধারণ)
পিটিআই, সোনাতলা, বগুড়া

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাথে শিক্ষার্থীদের মূল্যবোধ ও নৈতিকতা চর্চার নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের মূল্যবোধ ও নৈতিকতা চর্চার কেন্দ্রবিন্দু হলেন শিক্ষক। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মূল্যবোধ বিনির্মাণের আদর্শ কারিগর। জন্ম থেকে শিশু মূল্যবোধ ও নৈতিকতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না। পরিবার, সমাজ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শিশু নৈতিকতা ও মূল্যবোধ শেখে। সুষ্ঠু ও সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে নৈতিকতা চর্চার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নৈতিকতা চর্চা শিশুদের মানবিক বোধের বিকাশ ঘটায়। নৈতিকতা চর্চা মানুষকে ভালো ও মন্দের পার্থক্য করতে শেখায়।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক শিশুর নৈতিকতা বিকাশের সবচেয়ে বড় মডেল। শিশুরা অনুকরণপ্রিয়। শিক্ষকগণ যদি কাজে কর্মে দায়িত্বশীল ও সময়নিষ্ঠ হন শিশুরাও দায়িত্বশীল ও সময়নিষ্ঠ হবেন। শিক্ষকদের ভালো পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা শিশুদের ভালো ও মন্দের পার্থক্য শেখাবে। গুরুজনদের সম্মান করা, পিতামাতার সেবা করা, কারোর ক্ষতি না করা, সদা সত্য কথা বলা ইত্যাদি কাজে শিক্ষকরা শিশুদের অনুপ্রাণিত করেন। শিশুরা শিক্ষকদের কথা যেভাবে শোনে ও মেনে চলে অন্যদের কথা সেভাবে মেনে চলে না। তাই শিক্ষকরাই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের নৈতিকতা বিকাশের সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা। দৈনিক সমাবেশ, জাতীয় সংগীত, শপথ ও প্রার্থনার মাধ্যমে শিশুদের সমাজে একসাথে বসবাস, দেশের প্রতি মমত্ববোধ, দেশের সেবা করা ইত্যাদি ভালো বোধের উন্মেষ ঘটায়। দৈনিক সমাবেশে প্রধান শিক্ষক দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন। দৈনিক সমাবেশে প্রধান শিক্ষক বক্তব্য একজন মনীষীর বাণী শোনান এবং শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করেন।

শিক্ষকরা শ্রেণিকক্ষে দৈনিক পাঠদান করেন। কিছু কিছু পাঠের সাথে নৈতিকতা চর্চার সরাসরি সম্পর্ক থাকে। অনেক গল্প, কবিতা, আদর্শ মানুষের জীবনী পাঠে শিশুরা অনুপ্রাণিত হয়। শিক্ষকদের উচিত ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে পাঠদান করা । কিন্তু অধিকাংশ বিদ্যালয়ে শিক্ষকরা ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়টি পাঠদানে কম যত্নশীল। শিশুদের ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষাদানে শিক্ষকদের আরো যত্নশীল হতে হবে।

এছাড়াও সুস্থ ধারার সংস্কৃতি চর্চা, দেশীয় পল্লীগীতি, লোকসংগীত, শিশুদের জন্য শিক্ষামূলক গানের চর্চা, অভিনয়, চারু ও কারু চর্চার মাধ্যমে শিশুদের অনুপ্রাণিত করতে হবে। বিদ্যালয়ে শিশুদের মিলেমিশে কাজ করাতে হবে, শ্রেণিকক্ষে দলগত কাজ করাতে হবে। বিদ্যালয়ে শিশুদের জন্য গণতান্ত্রিক মনোভাবের বিকাশ ঘটাতে হবে। সঠিক নেতৃত্ব, সেবার মনোভাব সৃষ্টি করতে হবে।

শ্রেণিকক্ষে শিশুদের টিম লিডার তৈরি করে দিতে হবে। শিশুদের নিয়ে বনভোজন বা পিকনিক , বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজ করাতে হবে । অসুস্থ বন্ধুদের দেখতে যাওয়া, বিদ্যালয়ের পাশে সবাই মিলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে শিশুদের নৈতিকতাবোধে উজ্জীবিত করা সম্ভব। ধরুন, একজন শিক্ষার্থী কাগজ ফেলে বিদ্যালয়ের ফ্লোর নোংরা করছে। শিক্ষক যদি শিক্ষার্থীকে বুঝিয়ে বলেন এবং কাগজটিতে তুলে ডাস্টবিনে ফেলতে বলেন তাহলে শিশু পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার গুরুত্ব বুঝতে পারবে। শিক্ষকদের উচিত শিশুদের বাস্তব জগৎ থেকে উদাহরণ সংগ্রহ করে বুঝিয়ে বলা এবং ভালো কাজে অনুপ্রাণিত করা। বিদ্যালয়ে দয়া ও সম্প্রীতির শিক্ষাদান করতে হবে। ভালো আচরণের জন্য শিক্ষার্থীদের পুরস্কৃত করতে হবে। শিক্ষার্থীদের বোঝাতে হবে- কখনোই কারোর সাথে মারামারি করা যাবে না। সকলের সাথে মিলেমিশে বসবাস করতে হবে। মানুষের জন্য মমত্ববোধ তৈরির জন্য বিদ্যালয়ে পাশে বা বিদ্যালয়ের আঙিনায় মানবতার দেয়াল করা যেতে পারে। শিশুদের নিজের কাজ নিজে করা, ভদ্রতা ও বিনয় শেখাতে হবে।

বিদ্যালয়ে অভিভাবক সমাবেশ, মা সমাবেশ, এসএমসির মিটিং-এ শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করে কথা বলতে হবে। বিদ্যালয়ে ক্লাব স্কাউটের চর্চা, নিয়মিত প্রার্থনা করা, টিফিন পিরিয়ডে একসাথে সবাই মিলে খাওয়া , ছুটির সময় হৈচৈ না করে সারিবদ্ধভাবে বিদ্যালয় থেকে বের হওয়া ইত্যাদি কর্মশিক্ষার মাধ্যমে শিশুর নৈতিকতাবোধের উন্মেষ ঘটানো যেতে পারে।

বিদ্যালয়ে শিশুরা যেন পুরো সময় নৈতিকতার অনুশীলন করতে পারে । তাহলে বিদ্যালয়ের বাইরেও শিশুরা ভালো আচরণ করবে । সেক্ষেত্রে শিক্ষকরা শিশুদের বিদ্যালয়ের ভেতরে শৃঙ্খলা চর্চার অনুশীলন করাবেন। শিশুদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা ও আন্তরিকতার মাধ্যমে শৃঙ্খলার চর্চার অনুশীলন আরো জোরদার করা সম্ভব। শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে ইউনিফর্ম পরে আসা নিশ্চিত করতে পারলে বিদ্যালয়ে সুন্দর পরিবেশ নিশ্চিত হবে। বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষ ও আঙিনা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, বিদ্যালয়ে ফুলের বাগান করা শিশুদের মাঝে পড়াশোনার মনোভাব বাড়াতে সাহায্য করে।

শিক্ষার্থীদের আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে বিদ্যালয়ে নৈতিকতা চর্চার বিকল্প নেই। বিদ্যালয়ে নৈতিকতা চর্চার মাধ্যমে শিক্ষার্থী আদর্শ ও সৎ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব।

নতুন জামা

নাসরিন সুলতানা
প্রধান শিক্ষক, উত্তর কাউনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
বরিশাল সদর, বরিশাল

ময়না আর রবিন বিছানায় শুয়ে শুয়ে কথা বলছে আর পাখি দেখছে। জানালার পাশেই গাছ। সেই গাছে দুটো টুনটুনি লাফাচ্ছে। এক ডাল থেকে অন্য ডালে যাচ্ছে। আবার একত্র হচ্ছে। ময়না বলল, দেখ, পাখিটা কী সুন্দর!

রবিন বলল, পাখি তো দুইটা। ওরাও বোধ হয় ভাই বোন। পাখি হইলে কত ভালো হইতো! যেখানে ইচ্ছা যাইতে পারতাম!

ময়না বলল, বাবার কাছে জামা চাওয়া লাগত না। সবাই কত নতুন জামা পরে। জীবনেও একটা নতুন জামা পরলাম না।

কথাটা শুনে ময়নার মায়ের চোখ ভিজে গেল। তিনি ওদের কাছে বসেই শাক কুটছিলেন। একটা মাত্র কক্ষ। তার মধ্যেই সব কিছু করতে হয়। ময়নার বাবা রিকশা চালান। মা মানুষের বাসায় কাজ করেন। সব কিছুর দাম এত বেশি যে বাচ্চা দুটোকে ঠিকমতো খেতেও দিতে পারেন না।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মায়েদের কাছে উপবৃত্তির টাকা চলে এসেছে। সব মা পাননি। অনেক বাবা বিদ্যালয়ে এসেছেন না পাওয়ার কথা জানাতে। ময়না আর রবিন যে বিদ্যালয়ে পড়ে সে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা সহকারী শিক্ষিকাদেরকে বললেন, একটা কাগজে সব শিশুর নাম লিখবেন। যারা টাকা পেয়েছে তাদেরকে টিক চিহ্ন দেবেন। যারা পায়নি তাদের না পাওয়ার কারণ লিখবেন।

তালিকা করা হলো। প্রধান শিক্ষিকার কাছে খটকা লাগল। যাদের বাবারা না পাওয়ার তথ্য দিয়েছেন তাদের মাদের কাছে তিনি ফোন করলেন। তারা সবাই টাকা পাওয়ার কথা স্বীকার করলেন। টাকার কথা বললে বাচ্চারা বা তাদের বাবারা নিয়ে নিবে বলে তারা মিথ্যে বলেছিলেন। ময়নার মা বিদ্যালয়ে এলেন। প্রধান শিক্ষিকার কাছে বললেন, ম্যাডাম, উপবৃত্তির টাকাটা আমার হাতে দিতে পারবেন? আগে হাতেই দেওয়া হতো। সমস্যা হতো বলেই মোবাইল ব্যাংকে দেওয়া হচ্ছে। তিনি মন খারাপ করে বললেন, আমার দুইটা বাচ্চা। ময়না থ্রিতে পড়ে, রবিন টুতে। স্কুলে ভর্তি করার পর কোনো দিন একটা নতুন জামা দিতে পারি নাই। যাদের বাসায় কাজ করি তারা এ বছর ছেলেটারে একটা নতুন জামা দিছে। ভাবছিলাম উপবৃত্তির টাকা পাইলে মেয়েটারে একটা নতুন জামা দেবো। কিন্তু ওর বাপ টাকা তুইলা আমাকে একটা টাকাও দেয় নাই। মেয়েটারে একটা জামা দিতে বলি। তাও দেবে না। রিকশা এক দিন চালায়, দুই দিন ঘুমায়।

প্রধান শিক্ষিকা বললেন, আপা, ময়নার জামা কেনার টাকাটা আমি দিচ্ছি।

ময়নার মা টাকাটা হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ কাঁদলেন।

প্রধান শিক্ষিকা ম্যানেজিং কমিটির সভায় সভাপতিকে বললেন, আপনি অভিভাবকদের প্রতিনিধি। আপনার কথা সবাই রাখবে। আপনি দয়া করে অভিভাবক সমাবেশে বলবেন সব শিশুকে বছরে একটা নতুন জামা দিতে। সভাপতি বললেন, সরকার এত সুবিধা দেওয়ার পরেও শিশুরা অন্য শিশুদের পুরনো জামা পরে স্কুলে আসে। এটা সত্যি দুঃখজনক বিষয়। অন্তত স্কুলের জামাটা নতুন হওয়া উচিত। আমার মনে হয় বই বিতরণের দিন সবাই নতুন জামা পরলে ভালো হয়।

ম্যানেজিং কমিটির একজন সদস্য বললেন, প্রত্যেক ক্লাসের জন্য ভিন্ন রঙের জামা হলে ভালো হয়। তাহলে আর এক বছরের জামা আর এক বছর পরতে পারবে না।

প্রধান শিক্ষিকা বললেন, সেটা আমিও চাই। ছোট বেলা একটা নতুন জামা পরার যে কী আনন্দ সেটা ওরা জানেই না। যে কথা সেই কাজ। জুলাই মাসের একত্রিশ তারিখ বার্ষিক অভিভাবক সমাবেশে স্কুল ম্যানেজিং কমিটি ও প্যারেন্টস টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা উপস্থিত হলেন। প্রধান শিক্ষিকা মাদের কাছে জানতে চাইলেন তারা উপবৃত্তির টাকা দিয়ে কী করেন। সংসারের খরচের কথা কেউ বললেন না। সবাই শিশুদের খরচের কথাই বললেন। সভাপতি বললেন, সরকার শিশুদের কাছ থেকে পরীক্ষার খরচ নিচ্ছে না। আরও অনেক কিছু আগে থেকেই দিচ্ছে। আমরা আশা করব এই স্কুলের সব শিশু বছরের প্রথম দিন নতুন জামা পরে স্কুলে আসবে।

সব মা খুশি হলেন। কয়েকজন বাবার মুখ কালো হয়ে গেল। কিন্তু শিক্ষিকাদের সঙ্গে তারা হাততালি না দিয়ে পারলেন না। সভাপতি বললেন, ম্যানেজিং কমিটির একজন সদস্য সবার জামা বানিয়ে দেবেন। কারো কাছ থেকে মজুরি নেবেন না। আপনারা শুধু কাপড়ের দামটা দেবেন। ফলাফল ঘোষণার দিন আমরা শিশুদেরকে বলে দেবো, তারা যেন ওনার দোকান থেকে জামাটা নিয়ে যায়।

সভাপতি চলে গেলেন। অভিভাবকরা নানান রকম কথা বলা শুরু করলেন। প্রধান শিক্ষিকা বললেন, এগুলো এমন কোনো সমস্যা নয় যে জন্য এ নিয়ম চালু করা যাবে না।

প্রধান শিক্ষক রীতিমতো পৌনে নয়টায় স্কুলে গেলেন। স্কুলের মাঠে বেশ কিছু শিশু নাচছিল। তিনি একটু দাঁড়ালেন। সবাই দৌড় দিয়ে তার কাছে এলো। তিনি বললেন, থামলে কেন? ভালোই তো লাগছিল।

ওরা তার পেছনে পেছনে এলো। তিনি তার কক্ষে ঢুকে অবাক হয়ে গেলেন। প্রতি দিন তার টেবিলে দু'চারটা ফুল থাকে। আজ টেবিল ভর্তি ফুল। তিনি বললেন, কী ব্যাপার? আজকে এত ফুল কেন?

ওরা মিটমিট করে হাসছে। তিনি বসলেন। ময়না বলল, বকুলের মালাটা আমি আনছি। আপনি খোঁপায় দেবেন।

রবিন বলল, টগরের মালাটা আমি আনছি। আপনি খোঁপায় দেবেন।

তিনি অন্যদের দিকে তাকিয়ে বললেন, এগুলো কি তোমরা এনেছ?

ওরা ইতিবাচক মাথা নাড়ল। তিনি বললেন, এবার বলো, আজকে তোমরা এত খুশি কেন?

রবিন বলল, আপনি খোঁপায় মালা দিলে বলব।

তিনি টগরের মালাটা জড়ালেন। তার ওপরে জড়ালেন বকুলের মালা। ওরা সবাই খুব খুশি হলো। তিনি বললেন, এবার বলো।

ময়না আর রবিন তার দু'পাশে দাঁড়াল। ময়না বলল, আপনি নিয়ম করেছেন বলেই আমরা প্রত্যেক বছর নতুন জামা পাব। সেই জন্য আমরা আপনার জন্য ফুল টোকাইছি।

তিনি ওদের দুজনকে ধরলেন। তার চোখ ভিজে গেল।

এসডিজি ৪-শিক্ষা ২০৩০ ও আমাদের প্রত্যাশা

মহিউদ্দীন আহমেদ তালুকদার
পরিচালক (আইএমডি)
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

দীর্ঘ প্রায় দুই যুগ ধরে প্রাথমিক শিক্ষার পরিমাণগত বৃদ্ধির সাথে সাথে গুনগত বৃদ্ধিতে এক ব্যাপক ও সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করে আসছে প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ। উল্লেখ্য, প্রাথমিক শিক্ষার ইতিহাসে ২০০৩ হতে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন কর্মসূচি যথাক্রমে ১ম, ২য়, ও ৩য় পর্যায়ের কার্যক্রম বাস্তবায়ন ইতোমধ্যে সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে। বিগত সময়গুলোতে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তরণে বিশেষ করে একীভূত ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণে এক অভাবনীয় অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষাকে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির শিক্ষার প্রসারে ৫টি উপজাতির নিজস্ব ভাষায় ১ম থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা হতে শুরু করে ১ম-৩য় শ্রেণি পর্যন্ত ৫টি অন্যতম প্রধান ভাষায় লেখাপড়ার বিষয়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দীর্ঘ দিনের চাহিদা পূরণ হয়েছে। বর্তমানে তারা তাদের নিজস্ব ভাষায় পড়ার সুযোগ পাচ্ছে। এটি মনে রাখা প্রয়োজন, এদেশের সকল বাংলাদেশিকে অবশ্যই বাংলা ভাষা শিখতে হবে তা হতে হবে সার্বজনীন এবং প্রমিত উচ্চারণ-সমৃদ্ধ। এক্ষেত্রে বাংলা ভাষা পঠন ও লিখন দক্ষতা অর্জন অপরিহার্য।

২০১০ সাল হতে জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে ও সর্বশেষ এসডিজি ২০৩০-এর আলোকে বর্তমানে সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে যুগোপযোগী ও অর্থবহ করে তুলতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা। প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নের অব্যাহত ধারাকে ধরে রাখতে পিইডিপি ৪ (যা ২০১৮ হতে ২০২২) সাল পর্যন্ত ব্যাপৃত-পূর্বের অভিজ্ঞার ভিত্তিতে ও সময়ের সঙ্গে যুগের চাহিদা ও আর্ন্তজাতিক পরিমণ্ডল বিবেচনা করে সরকার তথা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে বিশাল কর্মযজ্ঞ অব্যাহত রয়েছে। বলা বাহুল্য, ২০১৫ সালে নিউইর্য়ক জাতিসংঘের উন্নয়ন বিষয়ক সামিটে ২০৩০-এর জন্য টেকসই উন্নয়ন এজেন্ডা গৃহীত হয়। এই এজেন্ডায় ১৭টি বিষয়কে টেকসই উন্নয়নে লক্ষ্যমাত্রা হিসেবে ধরা হয়। যার লক্ষ্য এসডিজি-৪ হলো "সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং সবার জন্য জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ তৈরি করা"। (Goal: Ensure inclsive and-eqitable quality education and promote life long learning opportunities for all) উল্লেখ্য, ইউনেস্কোর ৩৮তম সাধারণ অধিবেশনে বিশ্বের ১৪৮টি সদস্য রাষ্ট্র এবং শিক্ষা সংক্রান্ত বিশ্ব কমিউনিটির সদস্যদের একটি উচ্চপর্যায়ের সভায় The Education 2030 Frame work for Action (EFA). (প্যারিস নভেম্বর ২০১৫)। এই কর্ম কাঠামোর মূল উল্লেখ্য ২০৩০-এর বাস্তবায়নের জন্য দিকনির্দেশনা দেওয়া।

দেশ পর্যায়ের এসডিজির ৪র্থ-লক্ষ্য বাস্তবায়নের পদ্ধতি: দেশ পর্যায় এসডিজির ৪ বাস্তবায়নের অর্থ হলো জাতীয় নীতিমালাসমূহ এবং পরিকল্পনাসমূহ শ্রেণিবদ্ধ বা সুবিন্যস্ত করার প্রচেষ্টা এবং পরিকল্পনাসমূহ টেকসই উন্নয়নের ২০৩০ এজেন্ডার লক্ষ্য সমতাসমূহের প্রতিফলন। জাতীয় নীতিমালার পরিকল্পনাসমূহ এসডিজির ৪ এর উপযোগী করে সুবিন্যস্ত করার মাত্রা নির্ভর করবে দেশগুলোর নীতিমালার অগ্রাধিকার, প্রতিশ্রুতিসমূহ, পরিকল্পনা ছক এবং সাক্ষরতার উপর।

এক্ষেত্রে করণীয়:

চলমান জাতীয় শিক্ষা সমন্বয় ব্যবস্থা শক্তিশালী করা: দেশীয় পর্যায়ের এসডিজির ৪ বাস্তবায়নে একটি পৃথক জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বা স্বতন্ত্র সমন্বয় প্রক্রিয়াকে বোঝায় না। বরং দেশ পর্যায়ে এসডিজি ৪ বাস্তবায়ন আবশ্যিকভাবে জাতীয় পর্যায়ে শিক্ষাক্ষেত্রে চলমান পদ্ধতিসমূহের সাথে সমন্বয় করাকে বোঝায়। যেখানে প্রয়োজন, সম্ভব সে চলমান অবস্থাসমূহকে শক্তিশালী করা এবং বৈশ্বিক লক্ষ্যসমূহের উচ্চতর আকাঙ্ক্ষা লক্ষ্যসমূহের উন্নয়নের বাস্তবায়ন করা।

এসডিজি ৪ একটি একক পদ্ধতি হিসেবে এড়িয়ে যাওয়া: এসডিজি ৪ টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য ২০৩০ এজেন্ডার একটি অখণ্ড অংশ। তাই একে একক পদ্ধতি হিসেবে দেখার কোনো সুযোগ নেই, এর রয়েছে অন্যান্য এসডিজির সঙ্গে আন্তঃসম্পর্ক; বিশেষ করে অন্যান্য এসডিজির শিক্ষা সম্পর্কিত লক্ষ্যসমূহ যেমন স্বাস্থ্য উন্নয়ন, দারিদ্র হ্রাস, বৈষম্যরোধ, সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা এবং টেকসই আর্থিক উন্নয়নে অবদান রাখা।

জাতিসংঘের প্রক্রিয়ার সঙ্গে দেশীয় পর্যায়ের সম্পর্ক স্থাপন: সামগ্রিকভাবে এসডিজির কাঠামো প্রতিষ্ঠার জন্য জাতীয় পর্যায়ে শিক্ষা সংক্রান্ত এসডিজি-এর সঙ্গে বৃহৎ পর্যায়ের শিক্ষা সংক্রান্ত এসডিজি-এর সঙ্গে বৃহৎ পর্যায়ে সমন্বয়, পরিবীক্ষণ এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন পদ্ধতিসমূহের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন নিশ্চিত করা। জাতিসংঘের (ইউএনডিপি-নেতৃত্বাধীন) প্রক্রিয়া ও দেশগুলোর সঙ্গে ইউনেস্কোর আবশ্যিকভাবে সংযুক্ত হবে। দেশীয় পর্যায়ে ইউনিসেফের সাথে দৃঢ় অংশীদারিত্ব, যা ইউনেস্কোর সঙ্গে জাতিসংঘের দেশগুলোর সম্পর্ককে শক্তিশালী করবে।

এসডিজি ৪ এর শিক্ষা ২০৩০ এর মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ: একটি সার্বজনীন এজেন্ডা: টেকসই উন্নয়নের ২০৩০ এজেন্ডার ২টি মূল উদ্দেশ্য রয়েছে। দারিদ্র দূরীকরণ ও টেকসই উন্নয়ন। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত উন্নয়ন- এই ৩টি লক্ষ্যমাত্রা হলো টেকসই উন্নয়নের মূলভাবনা, যা বৈশ্বিক উন্নয়ন ২০৩০ এর কেন্দ্রবিন্দু মূলক্ষেত্র। টেকসই উন্নয়নের এ বৈশ্বিক বিবেচনা একটি সার্বজনীন এজেন্ডা যা সমগ্র বিশ্ব বিশেষত উত্তর ও দক্ষিণ বিশ্বে সকল সমাজে প্রাসঙ্গিক। এটা বোঝা দরকার যে, এসডিজি ৪ এজেন্ডা শিক্ষা ২০৩০ কর্মকাঠামোতে নীতি (যেমন মানবধিকার),অভিগম্যতা (যেমন কাউকে অনগ্রসর না রাখা), দেশীয় সার্বিক ক্ষেত্রে অর্জনে সাবজনীনতার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

সকলের জন্য জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা: শিক্ষা হলো জনসাধারনের মৌলিক মানবাধিকার, যা মানবিক পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে শিক্ষাক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে জীবনব্যাপী ন্যায়সঙ্গত সুযোগ সৃষ্টি প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। টেকসই উন্নয়নের জন্যতো ২০৩০ এজেন্ডা ইএফএ কর্মসূচির বাহিরেও শিখনের ব্যাপক প্রসার ঘটানো।

সকলের জন্য মৌলিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ: সকল শিশু কিশোর ও বয়স্কদের জন্য মৌলিক শিক্ষার অঙ্গীকার অর্জন করা সম্ভব হয়নি । অনুধাবন করে এসডিজি ৪ অন্তত এক বছর প্রাক-প্রাথমিক ও একটি পূর্ণ চক্রের অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা, সরকারি অর্থায়নে অর্ন্তভুক্তিমূলক, ন্যায্য, মানসম্মত ১২ বছরব্যাপী প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিশ্রুতির কথা বলেছে - যার মধ্যে ৯ বছর বাধ্যতামূলক। এটি ২০৩০-এর মধ্যে যুবকদের জন্য সার্বজনীন কার্যকর সাক্ষরতা ও প্রাসঙ্গিক শিখনফল অর্জন ত্বরান্বিত করবে।

মৌলিক শিক্ষা-উত্তর শিক্ষার সমান সুযোগ নিশ্চিতকরণ: মৌলিক শিক্ষা নিশ্চিত করণ ছাড়াও এসডিজি ৪ মৌলিক শিক্ষা-উত্তর শিক্ষায় সমান অভিগম্যতা সৃষ্টির জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এটি মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক পরবর্তী পর্যায়ে কারিগরি দক্ষতা ও উন্নয়নের মাধ্যমে এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার মাধ্যমে হতে পারে। এসডিজি ৪ লক্ষ্য অর্জনের পরিবীক্ষণ বৈশ্বিক সূচক-এর ভিত্তিতে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং সবার জন্য জীবনব্যাপী সুযোগ তৈরি করা । তন্মধ্যে নিম্নে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ও প্রস্তাবিত সূচক সকলের অবগতির জন্য প্রদান করা হলো:

লক্ষ্য-সমূহ পস্তাবিত সূচক

৪.১। এর লক্ষ্য হলো- ২০৩০ সালের মধ্যে সকল ছেলেমেয়েদের জন্য ন্যায়ভিত্তিক ও মানসম্মত কার্যকরী শিখনফল অর্জনের মাধ্যমে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপন নিশ্চিত করা। ৪.১.১। শিশু ও যুব সমাজের অনুপাতে; ক) ২য় /৩য় শ্রেণিতে খ) প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীতে এবং গ) নিম্ন মাধ্যমিক শেষে লিঙ্গভেদে ১) পঠন ও ২) গণিত অন্তত পক্ষে ১টি নূন্যতম দক্ষতা মান অর্জন।

৪.২। ২০৩০ সালের মধ্যে সকল শিশুর জন্য মানসম্মত প্রারম্ভিক শিশু বিকাশ, যত্ন এবং প্রাক-প্রাথমিক নিশ্চিত করে তাদেরকে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য তৈরি করা। ৪.২.১। লিঙ্গ অনুযায়ী স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামগ্রিক পরিপুষ্ঠতের উন্নতির ধারায় রয়েছে এবং অনূর্ধ্ব ৫ বছর বয়সী শিশুদের অনুপাত।

৪.২.২। লিঙ্গভেদে আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় অংশগ্রহণের হার (প্রাথমিক শিক্ষায় প্রবেশ এর বয়সসীমা ১ বছর আগে)

৪.৫। ২০৩০ সালের মধ্যে জেন্ডার বৈষম্য দূর করে সুবিধাবঞ্চিত বিশেষ করে, প্রতিবন্ধী, ক্ষুদ্র নৃ গোষ্ঠি ও সুবিধাবঞ্চিত সকল শিশুর জন্য শিক্ষার সকল স্তরে এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণে সমান প্রবেশ আধিকার নিশ্চিত করা।৪.৫.১। এই তালিকার যে সূচকগুলো বিভাজিত হতে পারে এমন সকল শিক্ষাসূচক গুলোর জন্য সমতা সুচক (নারী/পুরুষ), গ্রামীণ/শহরে /ধনী/গরীব ও অন্যান্য যেমন প্রতিবন্ধকতা গত অবস্থা, নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠি সমূহ ও সংঘাত সংকুল জনগোষ্ঠি সংক্রান্ত উপাত্ত যখন পাওয়া যায়।

৪.৭। ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়নে লক্ষ্যে সকল শিক্ষার্থী প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করে স্থিতিশীল জীবন-াচারণ, মানবাধিকার, জেন্ডার সমতা, শান্তি সংঘাত মুক্ত সংস্কৃতির বিকাশ, বৈশ্বিক নাগরিকত্ব এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র জেনে সংস্কৃতির উন্নয়ন। ৪.৭.১। ক) জাতীয় শিক্ষানীতি, খ) পাঠ্যক্রম, গ) শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও ঘ) শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের সকল পর্যায়ে প্রতিফলিত ১) বৈশ্বিক নাগরিকত্ব শিক্ষা এবং ২) জেন্ডার সমতা ও মানবাধিকারসহ টেকসই উন্নয়নের জন্য শিক্ষার ব্যপ্তি নিম্নরুপ:

৪.(গ) শিক্ষক প্রশিক্ষণে আন্তজার্তিক সহয়োগিতার মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে স্বল্প উন্নত দেশ ও উন্নয়শীল ক্ষদ্রদ্বীপ রাষ্ট্রগুলোতে যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষকের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করা।৪.গ.১। ক) প্রাক-প্রাথমিক খ) প্রাথমিক- গ) নিম্নমাধ্যমিক ও ঘ) উচ্চ মাধ্যমিক পযায়ের শিক্ষকদের মাঝে যারা নিজ নিজ দেশে সংশিষ্ট পর্যায়ে শিক্ষকতার জন্য প্রয়োজনীয় প্রাক-চাকুরী বা চাকুরীকালীন নূন্যতম শিক্ষক প্রশিক্ষণ (অথাৎ শিক্ষাদান সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ) লাভ করেছেন, এমন শিক্ষকদের অনুপাত। এসডিজি অর্জনে প্রতিশ্রুতিসমূহ বাস্তবায়নের জন্য কতগুলো মূলনীতি অনুসরণ করা প্রয়োজন:

কর্মপরিকল্পনা সর্বজনীনতাকে স্বীকৃতি প্রদান করা;

এসডিজি ৪- শিক্ষা ২০৩০ এর বাস্তবায়ন রাষ্ট্রীয়ভাবে গৃহীত ও নেতৃত্বাধীন তা নিশ্চিত করা;

এসডিজি ৪ এর লক্ষ্য ও লক্ষ্যমাত্রাগুলোকে রাজনৈতিকভাবে স্বীকৃতি এবং যেখানে প্রযোজ্য সেখানে অর্থায়ন করা এবং কার্যকর যোগাযোগ ও পরিবীক্ষণ নিশ্চিত করা; একটি সমন্বিত, নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থা সংবলিত, অন্তর্ভুক্তিমূলক পদ্ধতি এবং উদ্ভাবন ও অর্থায়নকে উৎসাহিত করা;

সহযোগিতামূলক ভূমিকা পালনকারীদের বিভিন্ন ধরনের স্বতন্ত্র ভূমিকা সুনির্দিষ্ট করা এবং এভাবে বাস্তবায়নে একটি কার্যকর উপায় হিসাবে অংশিদারিত্বের গুরুত্বকে স্বীকৃতি দেওয়া। এসডিজি ৪ এ শিক্ষা ২০৩০-এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আমাদেরকেও সচেতন হতে হবে। উল্লেখ্য ইতোমধ্যে পিইডিপি-৪ এর আগামী ৫ বছর ব্যাপি (২০১৮-২০২২) পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নের কর্মপরিকল্পনা প্রানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত ও প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এসডিজি ৪ এর শিক্ষা বিষয়ক বিশেষত্ব প্রাথমিক শিক্ষার সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যসমূহ (৪.২) সহ অন্যান্য আনুষংঙ্গিক উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের নিমিত্তে সরকার বদ্ধপরিকর। পিইডিপি কার্যক্রম শুরু থেকে অদ্যাবধি যথাক্রমে (পিইডিপি- ১,২,৩ও ৪) বাস্তবায়নে প্রাথমিক শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ তাঁদের শ্রম ও মেধা প্রয়োগে সচেষ্ট। প্রাথমিক শিক্ষার সামগ্রিক মান উন্নয়নে বিশেষ করে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে এসডিজি ৪ (৪.২) এর লক্ষ্য বাস্তবায়নে সরকার ২০১১ সাল হতে সরকারি পর্যায়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকে স্বীকৃতি প্রদান পূর্বক পৃথক পাঠ্যক্রম প্রণয়ন সম্পন্ন করে। পরবর্তীতে প্রতিটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে (৩৫৫৬৭) একজন করে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির জন্য পৃথক শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, পিইডিপি ৪ এর আওতায় অবশিষ্ট নব্য জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২৬০০০ শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকে মানসম্মত করার লক্ষ্যে পিইডিপি ৪ এর আওতায় ১৫টি মানদণ্ড নির্ধারণ করা হয়েছে যা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মানবদণ্ডের ২, ৩, ৫, ৬, ৭, ৯, ১১, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার এসডিজি ৪ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ও পরিপূরক। উল্লেখ্য, ইতোমধ্যে সরকার ৬২৮৩৯ জন শিক্ষকে প্রাক-প্রাথমিক বিষয়ক ১৫ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করেছেন যা এসডিজি ৪.গ.১ (ক) এর সাথে সর্ম্পকযুক্ত। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার কার্যক্রম আরও গতিশীল ও প্রাণবন্ত করার লক্ষ্যে প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির জন্য খেলার সামগ্রী ক্রয় ও সজ্জিতকরণের লক্ষ্যে পিইডপি৪ হতে বরাদ্দ ৫০০০/- টাকার পরিবর্তে ১০০০০/- টাকা ধার্য করা হয়েছে। সহযোগী সংস্থা ইউনিসেফ-এর অর্থায়নে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কারিগরি সহায়তা প্রদানের আওতায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার সুপারভিশন ও মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করনের লক্ষ্যে মাঠপর্যায়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ০৩দিন ব্যাপী বিশেষ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি কার্যক্রম পরিদর্শনের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে পরীক্ষামূলকভাবে পৃর্থক সুপারভিশন ও মনিটরিং ছক তৈরি করা হয়েছে। আশার কথা প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে ২০১৮ সালে সর্বশেষ সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী ৩৫৭৮৩৮৪ শিক্ষার্থী সারাদেশে ভর্তি হয়েছে এবং ২০১৯ সালে প্রাক-প্রাথমিক স্তরে ৩৪ লক্ষ ২৮ হাজার ১০টি আমার বই এবং সমসংখ্যক অনুশীলন খাতা বিতরণ হয়েছে। প্রসত, ২০১৭ শিক্ষাবর্ষে ১ম প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে সারাদেশে ৫টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি (চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, গারো, ও সাদরী) শিশুদের মাঝে ৮ ধরনের পঠন পাঠন সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে যা ২০১৮ শিক্ষাবর্ষে অব্যাহত ছিলো।

পরিশেষে, বলা বাহুল্য যে, বর্তমান সরকারের একটি অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে এসডিজি ৪, ২০৩০ এর শিক্ষা সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রা ও এর বিপরীতে পস্তাবিত সূচকসমূহ অর্জনে বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষা ৪.২ সহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষাবিষয়ক লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নে কার্যকরী ও সময়োগযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি এ বিষয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং তৎসংশ্লিষ্ট উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা প্রয়োজনীয় কারিগরি সহ-ায়তার বিষয়টিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের প্রত্যাশা গৃহীত কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে প্রাথমিক শিক্ষার আংক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে এক সুদূরপ্রসারী ইতিবাচক মাইল ফলক হিসেবে পরিগণিত হবে। (সংকলিত)

মানিকগঞ্জ পিটিআইতে এপিএ বাস্তবায়নে বিটিপিটি প্রশিক্ষণার্থীদের ইনোভেশন শোকেসিং

মোহাম্মদ রনি
ইন্সট্রাক্টর (সাধারণ), পিটিআই, মানিকগঞ্জ

উদ্ভাবনী ক্যালেন্ডার

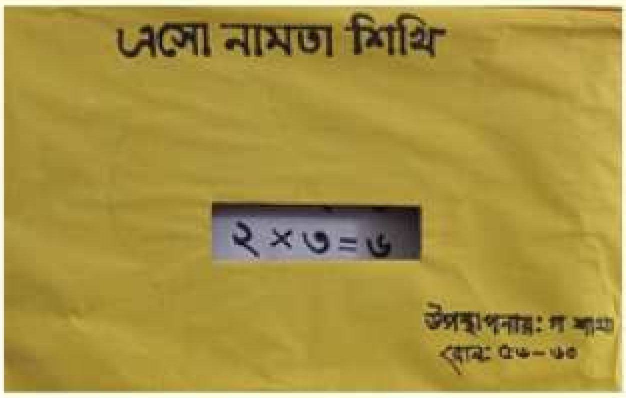

ছবির সাথে শব্দ মিলকরণ

ছক্কা মেরে খাদ্যের প্রকারভেদ শেখানো

এপিএ বাস্তবায়ন প্রতিটি সরকারি প্রতিষ্ঠানের একটি অত্যাবশ্যকীয় কার্যক্রম। ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা-২০২৩-২৪ (যা এপিএ-এর একটি অংশ)-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে ইনোভেশন শোকেসিং আয়োজন করা। এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য মানিকগঞ্জ পিটিআইতে জানুয়ারি ২০২৪ ব্যাচের বিটিপিটি প্রশিক্ষণার্থীদের অংশগ্রহণে ইনোভেশন শোকেসিং আয়োজন করা হয়।

বিটিপিটি প্রশিক্ষণের গাঠনিক মূল্যায়নের অংশ হিসেবে প্রশিক্ষণার্থীদের অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হয় শিখন শেখানো কার্যক্রমকে সহজতর ও অধিকতর কার্যকর করবে এমন উদ্ভাবনী উপকরণ তৈরি' করা। ১০৮ জন প্রশিক্ষণার্থী ২২টি দলে একটি করে উদ্ভাবনী উপকরণ তৈরি করে। প্রথমে তারা দলীয়ভাবে বিভিন্ন আইডিয়া উপস্থাপন করে। সেখান থেকে একটি করে আইডিয়া অনুমোদন দেওয়া হয়। এরপর তারা উপকরণ করে। পরবর্তীতে ০২/০৫/২০২৪ তারিখে পিটিআই হলরুমে সকল দলের অংশগ্রহণে ইনোভেশন শোকেসিং করা হয়। পিটিআই সুপারিনটেনডেন্ট, সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট, ইন্সট্রাক্টরবৃন্দ, পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ উদ্ভাবনী উপকরণসমূহ ঘুরে ঘুরে দেখেন। কার্যক্রমটি সমন্বয় করেন জনাব মোঃ রনি, ইন্সট্রাক্টর (সাধারণ) ও ফোকাল পারসন, এপিএ টিম, মানিকগঞ্জ, পিটিআই।

সফলতার গল্প

হালিমা আক্তার
ইন্সট্রাক্টর (সাধারণ)
পিটিআই, নারায়ণগঞ্জ

"প্রিয় হালিমা, আপনি নারায়ণগঞ্জ জেলার প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং ইন্সটিটিউট (পিটিআই)-এ ইন্সট্রাক্টর হিসেবে দক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে শিক্ষকদের প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেছেন। আপনার সার্বিক কর্মকাণ্ড সকল মহলে প্রশংসিত হয়েছে এবং সেজন্য আপনি প্রাথমিক শিক্ষা পদক-২০২৩ এর 'শ্রেষ্ঠ ইন্সট্রাক্টর' (পিটিআই) ক্যাটাগরিতে নির্বাচিত হয়েছেন। সচিব মহোদয়ের স্বাক্ষরিত এই পত্রটি যখন হোয়াটসঅ্যাপে পেলাম প্রথমেই মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে শুকরিয়া আদায় করলাম। আমার ছোট্ট চাকরি জীবনে এত বড় প্রাপ্তি সত্যিই অকল্পনীয়। সাফল্য হলো পরিপূর্ণতা, কঠোর পরিশ্রম, ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা, আনুগত্য এবং অধ্যবসায়ের ফলাফল। যার মাঝে সীমাহীন উৎসাহ, বুদ্ধি ও একটানা কাজ করার গুণ থাকে তার সফল হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি।

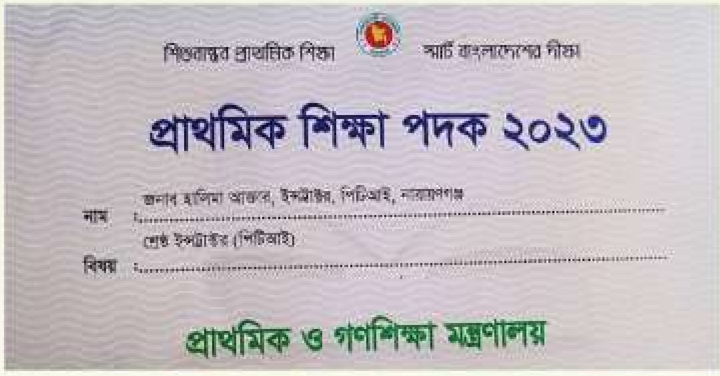

সফলতা বা শ্রেষ্ঠত্ব আত্ম-আবিষ্কার এবং অর্জনের একটি ক্রমাগত প্রক্রিয়া যা ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়। আমার ক্ষেত্রে এই অর্জন একটি গতিশীল যাত্রা যা ক্রমাগত স্ব-উন্নতি, অভিযোজন যোগ্যতা এবং নিজের ও অন্যদের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। যে কোনো সাফল্য অর্জনের জন্য অনুপ্রেরণার প্রয়োজন হয়। যা আমি পেয়েছি আমার পরিবার, আমার প্রতিষ্ঠান (নারায়ণগঞ্জ পিটিআই)-এর সুপারিনটেনডেন্ট মহোদয়সহ সুপ্রিয় সহকর্মীবৃন্দ ও আমার শুভাকাঙ্ক্ষীদের কাছ থেকে। যারা আমার জীবন চলার পথে নিয়মিত অনুপ্রেরণা দিয়ে যাচ্ছেন, তাঁদের প্রতি নিঃশর্ত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

শ্রেষ্ঠত্ব একজন ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষা ও পরিপূর্ণতার অনুভূতির প্রতিফলন। যে কোনো প্রাপ্তি নিজের কর্মস্পৃহাকে আরো দ্বিগুণ বাড়িয়ে তোলে। প্রাথমিক শিক্ষা পদক-২০২৩-এর 'শ্রেষ্ঠ ইন্সট্রাক্টর' (পিটিআই) ক্যাটাগরিতে নির্বাচিত হওয়ায় আমার কর্মস্পৃহা আরো দ্বিগুণ বেড়েছে। আমি বিশ্বাস করি সৃজনশীল প্রকাশ ও জ্ঞানের মধ্যে আনন্দ জাগ্রত করা হলো শিক্ষকের সর্বপ্রধান শিল্প। কর্মজীবনে সফল হতে গেলে গঠনমূলক প্রতিক্রিয়া গ্রহণ করতে হবে এবং নতুন কিছু শেখার মানসিকতা থাকতে হবে।

জেলা পর্যায়ে, বিভাগীয় পর্যায়ে ও জাতীয় পর্যায়ের ভাইবা বোর্ডে অংশগ্রহণের জন্য নিজের অর্জিত সাফল্য ও সার্বিক কর্মকাণ্ডসমূহ এবং মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে আমার বর্তমান অবস্থান প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপনের চেষ্টা করি। বিভাগীয় পর্যায়ে ও জাতীয় পর্যায়ের ভাইবা বোর্ডে আমার কর্মকাণ্ড ও উপস্থাপন দক্ষতার জন্য প্রশংসা অর্জন করি। বিভিন্ন পর্যায়ের ভাইবা বোর্ডে আমি যে সকল কার্যক্রম উপস্থাপন করেছি - পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে শিক্ষার্থীদের শিখন ঘাটতি পূরণ ও সকল শিক্ষার্থীকে সাবলীল পাঠক হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে একটি উদ্ভাবনী কার্যক্রম পরিচালনা করি। উদ্ভাবনী কার্যক্রমের পরিকল্পনা, বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ। কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন ইত্যাদি বিষয়গুলো উপস্থাপন করেছি যা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে প্রশংসিত হয়েছে। উদ্ভাবনী কার্যক্রমের প্রতিটি প্রমাণক কর্তৃপক্ষ পর্যবেক্ষণ ও যাচাই-বাছাই করে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং প্রতিটি পরীক্ষণ বিদ্যালয়ে এমন কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে বলে উল্লেখ করেন। তাছাড়া শিক্ষাক্ষেত্রে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি প্রয়োগের মূল্যায়ন শীর্ষক গবেষণা ও উপস্থাপন করেছি। আমার এই শ্রেষ্ঠত্বের পিছনে আরও একটি অর্জন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে সেটি হলো নেপ কর্তৃক আয়োজিত ২৮তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে আমি প্রথম স্থান অর্জন করে ডিজি এ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত হই। যা আমার এই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে আমাকে এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেছে। এই বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রশিক্ষণ যা আমাকে কর্মক্ষম, উদ্যোগী ও নিজ পেশার প্রতি আত্মপ্রত্যয়ী ও দক্ষ হিসেবে তৈরি করেছে। বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতায় আমি প্রথম স্থান অর্জন করি এবং বিতর্ক প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ বক্তা হিসেবেও নির্বাচিত হই। 'আইসিটি ইন এডুকেশন-এর প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালে আমার তৈরি করা কন্টেন্ট নমুনা মডেল কন্টেন্ট হিসেবে স্থান পেয়েছে যা আমি নিজে যখন আইসিটি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি তখন তৈরি করেছিলাম। আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ নিয়েও আমি একটি উদ্ভাবনী কার্যক্রম ('উপজেলা এক্সপার্ট নির্বাচন ও সেবা সহজীকরণ') উপস্থাপন করেছিলাম। আমি আইসিটি ইন এডুকেশন বিষয়ক প্রশিক্ষণে ও একজন দক্ষ প্রশিক্ষক হিসেবে আন্তরিকতা ও ধৈর্য সহকারে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকি যা নারায়ণগঞ্জ জেলায় ইতিমধ্যে প্রশংসা কুড়িয়েছে। তাছাড়া গুগল ক্লাসরুম, প্রশিক্ষণার্থীদের কন্টেন্টগুলো সংরক্ষণ করে কন্টেন্টগুলো দ্বারা পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের শ্রেণিকার্যক্রম পরিচালনায় শিক্ষকদের উদ্বুদ্ধ ও মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকি। বিটিপিটির বিভিন্ন কন্টেন্ট তৈরি, প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমের প্রতিবেদন তৈরিসহ প্রাতিষ্ঠানিক বিভিন্ন ধরনের কার্যসম্পাদন, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বিভিন্ন ধরনের প্রমাণক সংরক্ষণ ও সফটওয়্যার-এ আপলোড, বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা উপকরণ তৈরি, ব্যবহার ও সংরক্ষণে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মেলার আয়োজন এবং প্রশিক্ষণার্থীদের উপকরণ তৈরিতে উদ্বুদ্ধ করেছি। প্রদর্শনী পাঠ প্রদান ও বিদ্যালয় পরিদর্শনকালে দুটি পাঠ পর্যবেক্ষণ করে শ্রেণিকার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষকদের হাতেকলমে পরামর্শ প্রদান করে থাকি। পিটিআই-এর শ্রেণিকার্যক্রম আন্তরিকতা ও যত্নের সাথে ম্যানুয়াল অনুসরণ পূর্বক উপস্থাপনের চেষ্টা করি। এক্ষেত্রে বিভিন্ন কার্যক্রমে নিজের সর্বোচ্চটা দিয়ে যেকোনো কার্যসম্পাদনে আমি বরাবরই সচেষ্ট থাকি এবং শিক্ষকগণ কীভাবে সেই পঠিত বিষয় বাস্তবে প্রয়োগ করবে সে বিষয়েও তাদের সহায়তা করি। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উপস্থাপনা, মঞ্চসজ্জা, পিটিআই সজ্জা, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম, চারু ও কারুকলার ব্যবহারিক ক্লাসে শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে কাজ, বাংলা ও ইংরেজি বিষয়ে উপস্থাপন দক্ষতা বাড়ানোর বিভিন্ন কার্যক্রম ও কৌশল পরিচালনা করে থাকি। পিটিআই-এর বিভিন্ন ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কার্যক্রম, সমাজসেবা, বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি, বিভিন্ন দিবস পালন, ডিসি অফিস কর্তৃক বিভিন্ন দায়িত্ব পালন, বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন, বিটিপিটির রিসোর্স বুক ও NCTB তে পাঠ্যপুস্তক এর যৌক্তিক মূল্যায়ন কার্যক্রমে ও বিভিন্ন সময়ে কাজ করেছি। প্রশিক্ষক হিসেবে প্রশিক্ষণার্থীদের নিকট আমার গ্রহণযোগ্যতার বিভিন্ন বার্তাও প্রমাণক হিসেবে উপস্থাপন করেছি। এ ধরনের কার্যক্রম আমাকে শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট প্রাপ্তিতে সহায়তা করেছে। আমি নিজেকে ভাগ্যবতী মনে করি আমি শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সটিটিউট থেকে পড়াশোনা করে নিজের কর্মক্ষেত্রে তা প্রয়োগের সুযোগ পাচ্ছি যা আমার বর্তমান অবস্থানকে আরো দৃঢ় করেছে। আমি আমার কাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে আন্তরিকতার সাথে সকল কার্যক্রমে নিজেকে সম্পৃক্ত রেখে নিজের কর্মদক্ষতাকে দিনে দিনে আরও উঁচু পর্যায়ে নেওয়ার চেষ্টা করছি। মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকল্পে আমি আমার জায়গা থেকে কাজ করছি। প্রাথমিক শিক্ষায় শ্রেষ্ঠত্বের পদক নিঃসন্দেহে আমার কাছে গৌরব ও সম্মানের যা আগামীর পথচলায় আমার উদ্দীপনা হিসেবে কাজ করবে। নিজের সর্বোচ্চ আন্তরিকতা, বিবেক-বুদ্ধি, দায়বদ্ধতাকে সমুন্নত রেখে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে আজীবন কাজ করে যাব ইনশাআল্লাহ।

প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষকগণের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ

রেজিনা আক্তার
শিক্ষা কর্মকর্তা (প্রশিক্ষণ)
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

স্বাধীনতাউত্তর বাংলাদেশকে ঢেলে সাজানোর লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষা স্তরকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়। এর ধারাবাহিকতায় শিক্ষকগণকে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে সিইনএড প্রশিক্ষণ চালু করা হয়। বাংলাদেশের সকল পিটিআইয়ের মাধ্যমে ০১ বছর মেয়াদি এ প্রশিক্ষণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষকগণকে (প্রধান শিক্ষক/সহকারী শিক্ষক) প্রদান করা হয়। ইন সার্ভিস এ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে শিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীগণ বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানলাভসহ সাংস্কৃতিক চর্চা ও আইন-কানুনসহ বিভিন্ন নিয়মাবলি প্রতিপালনে অভিজ্ঞ/কুশলী হয়ে ওঠে। যার প্রতিফলন ঘটে প্রশিক্ষণ শেষে বিদ্যালয় পর্যায়ে।

প্রশিক্ষণের এ ধারাবাহিকতায় বিশ্বায়ন পর্ব, শিক্ষা আধুনিকীকরণ, শিক্ষাক্রম প্রণয়ন, আধুনিক পাঠ্যবই ও সহায়িকা প্রণয়ন সর্বোপরি উন্নত বিশ্বের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার লক্ষ্যে সিইনএড প্রশিক্ষণকে নতুনরূপে পরিমার্জন করে দেড় বছর মেয়াদি ডিপিএড (ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন) প্রশিক্ষণ চালু করা হয়। দীর্ঘদিন (২০১২ হতে ২০২৩ পর্যন্ত) এ প্রশিক্ষণ চলমান ছিল। পিইডিপি৪-এর আওতায় 'ডিপিএড ইফেকটিভনেস ইভাল্যুয়েশন স্টাডি' পরিচালনার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এ 'প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ (বিটিপিটি)' অনুযায়ী একটি স্টাডি পরিচালনা/সম্পন্ন করা হয়। এ পরিকল্পনা অনুযায়ী একটি স্টাডি পরিচালনা/সম্পন্ন করা হয়। স্টাডি প্রতিবেদনে স্টাডিতে ডিপিএড প্রশিক্ষণকে নতুনভাবে ঢেলে সাজানোর প্রস্তাব এবং কারিকুলামের সাথে সমন্বয় করে মডিউল এবং তথ্যপুস্তক প্রণয়নসহ নানাবিধ সুপারিশ করা হয়। পাশাপাশি প্রশিক্ষণ বিভাগ হতে ৭টি পিটিআইতে স্যাম্পল বেসিসে শিক্ষকগণের সাথে বিদ্যমান ডিপিএড প্রশিক্ষণের সফলতা/ব্যর্থতা/চ্যালেঞ্জ/সুপারিশ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও অন্য তথ্য সংগ্রহ করা হয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ ও ডিপিএড স্টাডি ও ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরিচালিত গবেষণা কার্যক্রমসমূহের ওপর পর্যালোচনার প্রেক্ষিতে অংশীজন ও বৈদেশিক সাহায্য সংস্থার প্রতিনিধিগণের মতামত গ্রহণপূর্বক ডিপিএড কোর্সটিকে পরিমার্জনের পাশাপাশি নতুনভাবে ঢেলে সাজানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

সেই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে পরিমার্জিত ডিপিএড (প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ-বিটিপিটি)-এ ৪টি মডিউলের আওতায় ১৯টি সাব-মডিউল ও তথ্য সহায়িকা প্রণয়ন করা হয়। সহায়িকার কপি পিটিআইতে প্রেরণ করা হয়। প্রথম পর্যায়ে ৩৩২টি অধিবেশন সন্নিবেশিত থাকলেও পরবর্তীতে তা পরিমার্জন/বিয়োজন/সমন্বয় করে ২৩২টি অধিবেশনে রূপান্তর করা হয়। বিটিপিটি কোর্সে মেয়াদ নির্ধারণ করা হয় ১০ মাস। তন্মধ্যে পিটিআই-এর আওতায় প্রথম ০৬ মাস (পিটিআই ও প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়) এবং ইন্টার্নশিপ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে নিজ উপজেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ০৪ মাস।
মডিউল ম্যানুয়ালসমূহ মডিউল ০১: বিদ্যালয় উন্নয়নে পেশাদারিত্ব, জবাবদিহিতা ও অঙ্গীকার পেশাদারিত্ব ও অঙ্গীকার সরকারি চাকুরি আইন ও বিধিবিধান প্রতিফলনমূলক শিখন নেতৃত্ব বিদ্যালয় উন্নয়ন মডিউল ০২: শিক্ষার্থী উন্নয়ন শিশুর বিকাশ ও শিখন আচরণ, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, শিক্ষার্থী উন্নয়ন। মডিউল ০৩ (১ম অংশ): শিক্ষাক্রম, শিখন শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল এবং মূল্যায়ন শিখনক্ষেত্র ও শিক্ষাক্রম এবং মূল্যায়ন: অভীক্ষাপদ প্রাথমিক বিজ্ঞান ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি- (আইসিটি) ও লাইব্রেরি মডিউল ০৩ (২য় অংশ): শিক্ষাক্রম, শিখন শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল এবং মূল্যায়ন শিখন শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল বাংলা ইংরেজি প্রাথমিক গণিত সামাজিক বিজ্ঞান মডিউল মডিউল -৪ শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং শিল্পকলা শিল্পকলা শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষা জুলাই ২০২৩ এ প্রথম পর্যায়ে ১৫টি পিটিআই এ পাইলটিং আকারে (জয়দেবপুর পিটিআই, গাজীপুর, টাঙ্গাইল, ফরিদপুর, চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, কুমিল্লা, রাজশাহী, জয়পুরহাট, খুলনা, যশোর, ভোলা, সিলেট, ময়মনসিংহ, রংপুর ও দিনাজপুর) বিটিপিটি প্রশিক্ষণের ১ম ব্যাচ সম্পন্ন হয়। বর্তমানে ৩য় ব্যাচের প্রশিক্ষণ চলমান। নিম্নের সারণীতে ১ম-৩য় ব্যাচে ভর্তি এ সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপন করা হলো

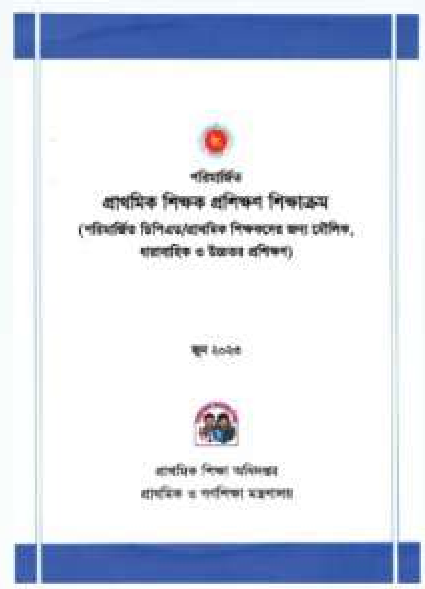

ব্যাচ ভর্তি সংখ্যা মোট সংখ্যা (ভর্তি) মন্তব্য
ক্রমিক নারী শিক্ষক পুরুষ শিক্ষক

১.	১ম	১৮৯১ জন	সম্পন্ন
২.	২য়	৬৭১১ জন	কোর্স সম্পন্ন হয়নি
৩.	৩য়	৬১৫১ জন	চলমান

বিটিপিটি প্রশিক্ষণটি সুচারুরূপে পরিচালনার লক্ষ্যে পিটিআইতে কর্মরত সকল কর্মকর্তা (সুপারিনটেনডেন্ট, সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট, ও ইন্সট্রাক্টর)-কে শিখন-শেখানো পদ্ধতির ওপর মৌলিক প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকগণকে মনিটরিং/মেন্টরিং এবং ইন্টার্নশীপ বিদ্যালয়ের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সারা বাংলাদেশের উপজেলা পর্যায়ের প্রায় সকল কর্মকর্তাকে মনিটরিং/ মেন্টরিং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ব্যাপকভাবে এ কাজটি বাস্তবায়নের প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরকে সার্বিক সহযোগিতা করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ও জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটি সুচারুরূপে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রতিটি পিটিআই-এ বরাদ্দ প্রদান করা হয়। টিচিং লার্নিং ম্যাটেরিয়ালস, আবাসিক তৈজসপত্র ক্রয়ে অর্থবরাদ্দ প্রদান করা হয়।
পিটিআই পর্যায়ে বিটিপিটি প্রশিক্ষণটি ১০০% আবাসিক ও প্রশিক্ষণ মোডে পরিচালিত পিটিআই হতে শিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীগণ নির বিচ্ছিন্নভাবে আন্তরিকতার সাথে এ প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করলে প্রাথমিক শিক্ষায় নতুন দ্বার উন্মোচন হবে। শিক্ষার্থীরা বেড়ে উঠবে নতুন আলোয় । উল্লেখ্য, তত্ত্বীয় বিষয়ের পাশাপাশি শিক্ষকগণকে আইন-কানুন, নেতৃত্ব, শিখন শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল এবং শারীরিক ও মানসিক শক্তিতে বলীয়ান করা এ প্রশিক্ষণ কোর্সের অন্যতম উদ্দেশ্য।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ-এর পরিচিতি

শাহ মোঃ মামুন অর রশীদ
সহকারী শিক্ষা অফিসার (সমন্বয় ও তত্ত্বাঃ সেল)
প্রশাসন বিভাগ, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে বর্তমানে ৯টি বিভাগ রয়েছে। এরমধ্যে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। প্রাথমিক শিক্ষা সাব-সেক্টর এবং পিইডিপি৪ এর সার্বিক কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ দায়বদ্ধ। এ বিভাগ কর্তৃক প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন সূচকের অগ্রগতি পরিমাপ করার জন্য প্রতিবছর বার্ষিক প্রাথমিক বিদ্যালয় শুমারী (এপিএসসি) রিপোর্ট এবং বার্ষিক সেক্টর পারফরমেন্স রিপোর্ট (এএসপিআর) প্রণয়ন করা হয়। এছাড়াও মাঠপর্যায়ে পরিবীক্ষণ কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে ই-মনিটরিং, ০২ (দুই) বছর পর পর জাতীয় শিক্ষার্থী মূল্যায়ন (এনএসএ) ও প্রতিবেদন প্রণয়ন, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) সম্পর্কিত অগ্রগতি মূল্যায়ন, পিইডিপি৪ এর তথ্য বিশ্লেষণ, সূচকের পরিমাণ, ফলাফল ও ফ্রেমওয়ার্ক এবং ডিএলআই-র সূচক ও ফলাফল, চাহিদাভিত্তিক পাইলটিং কার্যক্রম এবং স্টাডি ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা ইত্যাদি বিষয়ে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ কাজ করে থাকে। যেকোনো প্রতিষ্ঠানের গুণগত মান অর্জনে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের বর্তমান কাঠামো:

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের পটভূমি: প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করার জন্য ১৯৮১ সালে পৃথকভাবে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাকালীন এ অধিদপ্তরে মাত্র দুটি বিভাগ ছিল: ১. প্রশাসন বিভাগ এবং ২. পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ। প্রশাসন বিভাগের আওতায় পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালিত হতো। পরবর্তীতে গুরুত্ব বিবেচনা করে ১৯৯১ সালে মনিট-রিং বিভাগ পৃথক করা হয় এবং এর নামকরণ করা হয় পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ।

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ গঠনের উদ্দেশ্য:

মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে মনিটরিং ও মেন্টরিং ব্যবস্থা নিশ্চিত করা; প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন ও রাজস্ব বাজেটের কার্যক্রমের যথাযথ বাস্তবায়ন এবং গুণগত মান নিশ্চিত করা। প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারদের উন্নত সেবা প্রদান নিশ্চিত করা; বিভিন্ন ধরনের মূল্যায়ন ও স্টাডি পরিচালনা করে শিক্ষার্থীর শিখন দুর্বলতা চিহ্নিতকরণ ও প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান। জাতীয় এবং চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রোগ্রাম (পিইডিপি৪) এর বিভিন্ন Indicator পরিমাপ করা, রিপোর্ট প্রণয়ন এবং প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান।

মনিটরিং/পরিবীক্ষণের ক্ষেত্র বা প্রতিষ্ঠানসমূহ: প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সকল বিভাগ এবং অধিদপ্তরাধীন সকল অফিস, পিটিআই ও প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ।

পরিবীক্ষণ পদ্ধতি:

অনলাইন: অনলাইন বা ই-মনিটরিং অ্যাপএর মাধ্যমে মাঠপর্যায়ের ১২ ক্যাটাগরির কর্মকর্তা কর্তৃক মাসিক প্রমাপ অনুযায়ী প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিবীক্ষণপূর্বক ডিপিই-র ওয়েবসাইটে (IPEMIS) আপলোড করা হয়। এছাড়া কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ এবং অধিদপ্তরের অন্যান্য বিভাগের কর্মকর্তা কর্তৃক হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে প্রতিমাসেই প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিবীক্ষণ করা হয়।

অফলাইন: পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের কর্মকর্তাগণ প্রতিমাসে প্রমাপ অনুযায়ী অফিস ও প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিবীক্ষণ করেন। এছাড়াও প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের অন্যান্য বিভাগের কর্মকর্তাগণ কর্তৃপক্ষের চাহিদা অনুযায়ী অফিস, ইউআরসি, পিটিআই, ডিপিইও অফিস, ইউইও অফিস ও প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিবীক্ষণ করেন। পাশাপাশি বিভাগ বহির্ভূত কর্মকর্তাগণও প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিবীক্ষণ করেন।

প্রতিষ্ঠানভিত্তিক পরিবীক্ষণকারী কর্মকর্তা/একাডেমিক সুপারভাইজার/মেন্টর:

বিভাগীয় অফিস: বিভাগীয় উপপরিচালক, সহকারী পরিচালক ও শিক্ষা অফিসার। ডিপিইও অফিস: ডিপিইও, এডিপিইও, ইউইও/টিইও, এইউইও/এটিইও। পিটিআই: পিটিআই সুপারিনটেনডেন্ট, সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট, পিটিআই ইন্সট্রাক্টর। ইউআরসি: ইউআরসি ইন্সট্রাক্টর, সহকারী ইন্সট্রাক্টর। এছাড়াও প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও বিভাগ বহির্ভূত বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন সময়ে অফিস ও বিদ্যালয় পরিবীক্ষণ করেন। প্রধান শিক্ষক একজন মেন্টর হিসেবে নিজ বিদ্যালয়ের শ্রেণি কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেন।

প্রোগ্রাম, ডিপিই এবং বিভাগ বহির্ভূত অন্যান্য কর্মকর্তাদের জন্য প্রমাপ অনির্ধারিত।

অনুমোদিত পদ হিসাবে পরিবীক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা অফিস প্রায় ৭৬০, বিদ্যালয় ৩৬৭৮৮টি

৪	ডিপিইও	২	৩
৫	এডিপিইও	৩	৫
৬	ইউইও/টিইও	০	৫
৭	এইউইও/এটিইও	০	১০
৮	পিটিআই সুপারিনটেনডেন্ট	১	১
৯	সহ: সুপারিনটেনডেন্ট	১	১
১০	পিটিআই ইন্সট্রাক্টর	০	১
১১	ইউআরসি ইন্সট্রাক্টর	০	৫
১২	সহকারী ইন্সট্রাক্টর	০	৭

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের বর্তমান কাঠামো:

বিদ্যমান পরিবীক্ষণ প্রমাপ (মাঠ পর্যায়ের ১২ ক্যাটাগরি কর্মকর্তা):

ক্র	১২ ক্যাটাগরির কর্মকর্তা	অফিস	বিদ্যালয়	মন্তব্য
১	বিভাগীয় উপ-পরিচালক	১	৩	[illegible] প্রমাপের অতিরিক্ত ২টি বিদ্যালয় [illegible] পরিবীক্ষণ করতে হবে।
২	সহ: পরিচালক	২	৩	
৩	শিক্ষা অফিসার	২	৩	
৪	ডিপিইও	২	৩	অনুমোদিত পদ হিসাবে পরিবীক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। [illegible] অনেক কর্মকর্তা পদ শূন্য থাকায় প্রমাপের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ব্যাহত হয়।
৫	এডিপিইও	৩	৫	
৬	ইউইও/টিইও	০	৫	
৭	এইউইও/এটিইও	০	১০	
৮	পিটিআই সুপারিনটেনডেন্ট	১	১	প্রোগ্রাম, ডিপিই এবং বিভাগ বহির্ভূত অন্যান্য কর্মকর্তাদের জন্য প্রমাপ অনির্ধারিত। অনুমোদিত পদ হিসাবে পরিবীক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা অফিস প্রায় ৭৬০ বিদ্যালয় ৩৬৭৮৮ টি।
৯	সহ: সুপারিনটেনডেন্ট	১	১	
১০	পিটিআই ইন্সট্রাক্টর	০	১	
১১	ইউআরসি ইন্সট্রাক্টর	০	৫	
১২	সহকারী ইন্সট্রাক্টর	০	৭	

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের প্রধান কার্যক্রমসমূহ: অনলাইন ও অফলাইন মনিটরিং ও মেন্টরিং কার্যক্রম পরিচালনা, বার্ষিক প্রাথমিক বিদ্যালয় শুমারী (এপিএসসি) ও বার্ষিক সেক্টর পারফরমেন্স রিপোর্ট (এএসপিআর) প্রণয়ন, জাতীয় শিক্ষার্থী মূল্যায়ন (এনএসএ), ই-মনিটরিং কার্যক্রম, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) সম্পর্কিত অগ্রগতি মূল্যায়ন এবং চাহিদাভিত্তিক পাইলটিং কার্যক্রম এবং স্টাডি ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা। এছাড়াও ব্রডশীট এবং অনলাইন-অফলাইন পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন মূল্যায়নের কাজ এ বিভাগ করে থাকে।

প্রধান কাজসমূহের সার-সংক্ষেপ ও ফলাফল নিম্নরূপ: মনিটরিং ও মেন্টরিং কার্যক্রম পরিচালনা: প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে সকল কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য হলো সকল শিশুর জন্য মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ। এসব কার্যক্রম বাস্তবায়নে মনিটরিং ও মেন্টরিং ব্যবস্থার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। মনিটরিং ও মেন্টরিং কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা এবং সকল কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ বর্তমানে নিম্নবর্ণিত কাজগুলো করে থাকে: প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের বিভিন্ন বিভাগসহ এর আওতাধীন মাঠপর্যায়ের সকল অফিসের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ (অফলাইন); কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা ও চাহিদা অনুযায়ী প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিবীক্ষণ (ম্যানুয়াল, হোয়াটসঅ্যাপ); মাঠপর্যায়ে চলমান রাজস্ব ও উন্নয়ন বিষয়ক সকল কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন; ই-মনিটরিং পরিসংখ্যান মূল্যায়ন ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ; বিভাগভিত্তিক প্রাপ্ত ব্রডশীট মূল্যায়ন (অফিস ও বিদ্যালয়) ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

বিভাগ বহির্ভূত কর্মকর্তাদের পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন মূল্যায়ন ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ:

চাহিদা/প্রয়োজন অনুযায়ী অনলাইন/অফলাইন পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন প্রণয়ন ও সুপারিশ প্রদান; শ্রেণিকক্ষ পর্যবেক্ষণ, শিখন ঘাটতি নিরূপণ, ফলোআপ ও ফিডব্যাক কার্যক্রম নিশ্চিতকরণ; সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে এর সত্যতা যাচাইপূর্বক সুপারিশসহ প্রতিবেদন দাখিল; পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে মনিটরিং ও মেন্টরিং কার্যক্রম ও অনলাইন তথ্য এন্ট্রি বিষয়ে কর্মকর্তা ও শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান; বার্ষিক প্রাথমিক বিদ্যালয় শুমারী (এপিএসসি): বার্ষিক প্রাথমিক বিদ্যালয় শুমারী (এপিএসসি) প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে পরিচালিত বিভিন্ন কার্যক্রমের সূচক ও ফলাফলভিত্তিক তথ্য প্রতিবেদন। এটি প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি দর্পণ সংবলিত দলিল। বার্ষিক প্রাথমিক বিদ্যালয় শুমারী (এপিএসসি) প্রতিবছর সারা বাংলাদেশের বিভিন্ন ধরনের (২৬ ক্যাটাগরি) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একাডেমিক, প্রশাসনিক ও অবকাঠামো উন্নয়ন বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ (অনলাইন) এবং তথ্য হালনাগাদকরণের নিমিত্ত পরিচালিত একটি কার্যক্রম। এপিএসসি ২০২৪ এর ডাটা এন্ট্রির কাজ ৩১ মে ২০২৪ থেকে শুরু হয়েছে। নির্ধারিত সময়ে প্রতিবেদন প্রণয়ন সম্পন্ন হবে।

এপিএসসি প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য:

প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি বা পারফরমেন্স সূচক (National and PEDP4 Indicators) পরিমাপ করা; প্রাথমিক শিক্ষা খাতের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, নীতি নির্ধারণ এবং সামগ্রিক উন্নয়নে পরিকল্পনা প্রণয়ন; প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রগুলোর অগ্রগতি প্রতিফলনে ভূমিকা পালন এবং সূচক ও ফলাফলভিত্তিক তথ্য সংবলিত প্রতিবেদন যা প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট তথ্যের প্রধান উৎস। বার্ষিক সেক্টরভিত্তিক পারফরমেন্স রিপোর্ট (এএসপিআর): এপিএসসি-র বিভিন্ন তথ্যের উপর নির্ভর করে প্রতিটি সেক্টরের বিশদ পরিসাংখিক বিশ্লেষণপূর্বক সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হয়। এ এস-পিআর ২০২২ ও ২০২৩ এর চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন লাইন ডিভিশন কর্তৃক পর্যালোচনা শেষে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রকাশিত হবে।

এএসপিআর এর উদ্দেশ্য:

প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সকল কার্যাবলির ফলাফলভিত্তিক পৃথক পৃথক চিত্র প্রণয়ন; বিভিন্ন কার্যক্রমসমূহের প্রভাব নিরূপণ (আন্ত: খাতভিত্তিক এবং পৃথক পৃথক) এবং কার্যক্রমসমূহের পৃথক পৃথক ও সমন্বিত বিশ্লেষণ এবং সুপারিশমালা প্রণয়ন। জাতীয় শিক্ষার্থী মূল্যায়ন (এনএসএ): জাতীয় শিক্ষাক্রমে বর্ণিত শ্রেণি ও বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা অনুযায়ী নির্দিষ্ট স্তরের শিক্ষার্থী তার স্তরের পঠিত বিষয়ের নির্ধারিত শিখনফলসমূহের কতটুকু অর্জন করতে পেরেছে তা পরিমাপ করার কৌশল হলো জাতীয় শিক্ষার্থী মূল্যায়ন। আন্তর্জাতিক পদ্ধতি অনুসরণ করে জাতীয় শিক্ষার্থী মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় ও পঞ্চম শ্রেণির দু'টি বিষয়ের (বাংলা এবং গণিত) শিক্ষার্থীদের দক্ষতা যাচাই করা হয়। এনএসএ হলো প্রতিনিধিত্বমূলক নমুনাভিত্তিক Diagnostics মূল্যায়ন। পাঠ্যবই বহির্ভূত কিন্তু শিক্ষাক্রম থেকে প্রতিনিধিত্বমূলক শিখনফল হতে টেক্সট আইটেমসমূহ প্রণয়ন করা হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উপর এ অভীক্ষা কার্যক্রম এ পর্যন্ত ৮টি রাউন্ডে পরিচালিত হয়। যেমন: ২০০৬, ২০০৮, ২০১১, ২০১৩, ২০১৫, ২০১৭ এবং ২০২২ সাল।

জাতীয় শিক্ষার্থী মূল্যায়ন (এনএসএ) এর উদ্দেশ্য:

জাতীয় শিক্ষাক্রমভুক্ত নির্দিষ্ট স্তরের নির্ধারিত বিষয়ে শ্রেণি উপযোগী শিখনফল অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের অর্জন পরিমাপ করা; শিক্ষাদান ও শিক্ষার্থীর প্রয়োজনীয়তা এবং সমস্যাগুলি নির্ধারিত করা ও সমাধানের উপায় চিহ্নিত করা; সময়ের ব্যাপ্তি ও ক্লাসের অগ্রগামিতায় শিখন অগ্রগতির ধারা বিশ্লেষণ করা; পাঠ্যক্রমের ধারাবাহিকতা, কার্যকারিতা ও উপযোগিতা যাচাই; শিক্ষার্থীর শিখন অর্জনে আর্থ-সামাজিক ও পারিবারিক প্রভাব নিরূপন করা; শিক্ষার্থীর শিখন অর্জনে সম্পৃক্ত বিদ্যালয়ের মূল উপাদানসমূহ চিহ্নিত করা; প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে বিশ্লেষণপূর্বক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়; প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের জন্য নীতিমালা প্রণয়নের সুপারিশ করা।

জাতীয় শিক্ষার্থী মূল্যায়ন (এনএসএ) ২০২২ ফলাফল: জাতীয় শিক্ষার্থী মূল্যায়ন ২০২২, শ্রেণি: ৩য় ও ৫ম বিষয়: বাংলা ও গণিত। দেশের ৮টি বিভাগের ৬৪ টি জেলার ৯২টি উপজেলা/থানার তৃতীয় শ্রেণিতে ১৪৬৯টি বিদ্যালয়ের ২৮৭৫২জন শিক্ষার্থী এবং ৫ম শ্রেণিতে ১৪৮৩টি বিদ্যালয়ের ২৫৪৮০ জন শিক্ষার্থী এ মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করে।

ই-মনিটরিং: ই-মনিটরিং হলো ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস এর-মাধ্যমে সফটওয়্যারে নির্দিষ্ট টুলস ব্যবহার করে বিদ্যালয় পরিবীক্ষণ সম্পন্ন করা। এ টুলস অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপিকেশন হিসেবে গুগলপে--স্টোর থেকে স্মার্ট ফোন বা ট্যাবে ডাউনলোড করা যায়। মাঠ পর্যায়ে প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে ই-মনিটরিং ব্যবস্থা চালু করা হয়। বর্তমানে ই-মনিটরিং টুলস পরিমার্জন ও যুগোপযোগী করে নতুনভাবে অ্যাপস ডেভেলপ করা হয়েছে। মাঠপর্যায়ের ১২ ক্যাটাগরির কর্মকর্তা নতুন ই-মনিটরিং অ্যাপ ব্যবহার করে ডিপিই-র ওয়েবসাইটে (IPEMIS) বিদ্যালয় পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন আপলোড করেন।

ই-মনিটরিং এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

বিদ্যালয় পরিবীক্ষণে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ; বিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ও একাডেমিক পর্যায়ের কাঙ্ক্ষিত মান উন্নয়নে সহায়তা করা; প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবীক্ষণ তথ্যাদি সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের নিকট খুব সহজে ও স্বল্প সময়ে প্রেরণ; পরিবীক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সংশ্লিষ্টদের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদানে সহায়তা প্রদান; অনলাইন রিপোর্টিং ব্যবস্থার প্রবর্তন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে সহজতর করা; অনলাইন সিস্টেম প্রবর্তনের ফলে সময় ও খরচ সাশ্রয় হয়; মাঠ পর্যায়ের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সরাসরি ও সার্বক্ষণিক দেখার ও যোগাযোগের সুযোগ তৈরি; সরকারের উর্ধ্বতন পর্যায়ে নীতি-পদ্ধতি প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত দিয়ে সহায়তা করা।

পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান: ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে ই-মনিটরিং অ্যাপ ও রিপোর্ট ফরমেট বিষয়ে জেলা পর্যায়ে ১২০০ কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ এবং ইউনিসেফ-এর সহযোগিতায় বিভাগীয় পর্যায়ে ৪৮০ জন কর্মকর্তাকে ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া পিইডিপি৪ এর আওতায় পাইলটিং কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ২০২০জন প্রধান শিক্ষককে শ্রেণিকার্যক্রম পর্যবেক্ষণ এবং শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীর শিখন ঘাটতি নিরূপণ ও দূরীকরণে রেমেডিয়াল এডুকেশন বিষয়ে ৪টি জেলার ৪টি উপজেলার শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ৮টি বিভাগে ২৮০ জন কর্মকর্তা ও ২৫টি জেলায় সপ্রাবি-র ১০০০ প্রধান শিক্ষককে এপিএসসি মডিউল বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

সচিবালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী নিম্নোক্ত কার্যক্রম সম্পাদন: রেকর্ড সংরক্ষণ; ইমেইল এর ব্যবহার; ডি-নথি কার্যক্রম; পত্র গ্রহণ ও পত্র জারি; প্রাপ্ত পত্রাদি নিষ্পত্তি, ইত্যাদি।

অর্জনসমূহ:

মনিটরিং ও মেন্টেরিং বিষয়ে খসড়া গাইডলাইন প্রণয়ন; পরিমার্জিত ই-মনিটরিং টুলস ও রিপোর্ট ফরমেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন; ২০২৩ সালে নির্ধারিত সময়ে এপিএসসি প্রণয়ন, প্রকাশ ও বিস্তরণ; ডিএ-লআই ৩০ জুন ২০২৪ এর মধ্যে সম্পাদন; ২০২২ সালের এনএসএ প্রতিবেদন প্রণয়ন, প্রকাশ ও বিস্তরণ করা হয়েছে; এপিএ ২০২৩-২৪ এর কার্যক্রম সম্পাদন ও বাস্তবায়ন। মাঠপয়ায়ে মোট ১৬৮০ জন কর্মকর্তাকে পরিমার্জিত ই-মনিটরিং টুলস ও রিপোর্ট ফরমে- এর ওরিয়েন্টেশন ও প্রশিক্ষণ প্রদান; এপিএসসি টুলস বিষয়ে মোট ১০০০ কর্মকর্তা ও শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান।

ইউএসএআইডি-এর এসো শিখি প্রকল্প

লিটন দাস
শিক্ষা অফিসার (প্রশিক্ষণ বিভাগ)
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

প্রাথমিক শিক্ষায় বাংলাদেশ অভাবনীয় সাফল্য লাভ করেছে। বিশেষ করে সহজে ভর্তি হওয়ার সুযোগ ও জেন্ডার সমতা এক্ষেত্রে দুটো বড় অর্জন। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ১ কোটি ৬০ লাখেরও বেশি শিক্ষার্থী প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ছে। বর্তমানে ৯৮.৮% শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি হচ্ছে, যেখানে মেয়ে ও ছেলে শিক্ষার্থীর ভর্তি হার যথাক্রমে ৯৭.৪৪% ও ৯৭.৩৯%। বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০এর একটি অন্যতম লক্ষ্য শিক্ষার্থীদের 'বাংলাভাষা শুদ্ধ ও ভালোভাবে শিক্ষা দেওয়া নিশ্চিত করা'। প্রাথমিক স্তরের বিভিন্ন বিষয়ে বাংলায় পড়ানো হয়, তাই সব বিষয়ে ভালোভাবে বুঝতে শিক্ষার্থীদের বাংলা ভাষার দক্ষতা অর্জন অপরিহার্য।

এসো শিখি প্রকল্প

ইউএসএআইডি-এর এসো শিখি প্রকল্প (এসো শিখি) প্রাথমিক শিক্ষার অধিদপ্তরের সার্বিক সহযোগিতা ও অংশীদারিত্বে চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৪) বাস্তবায়নে কাজ করছে। ইউএসএআইডি/ বাংলাদেশ-এর কারিগরি সহায়তায় এ প্রকল্প দেশের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বাংলা বিষয়ে পাঠদানের দক্ষতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে। আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা উইনরক ইন্টারন্যাশনাল ও এর দুটি সহযোগী সংস্থা প্রকল্পটির সার্বিক কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়তা করছে।

> এসো শিখি প্রারম্ভিক শ্রেণির আনুমানিক **২৩** লাখ শিক্ষার্থীকে স্বাধীন পাঠক হিসাবে **বাংলা** পড়ার দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে।

উদ্দেশ্য

এসো শিখি প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বাংলা পঠন দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে স্বাধীন পাঠক হিসাবে গড়ে তোলা। এ প্রকল্প শিশুদের শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি, শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং দুর্যোগকালীন সময়সহ বছরব্যাপী মানসম্মত শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে স্থানীয় জনগণের সক্ষমতা ও অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে কাজ করছে।

মূল কার্যক্রমসমূহ

এসো শিখি প্রকল্প জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এটি জাতীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সরকারি সংস্থা ও অংশীজনের অংশগ্রহণে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্প শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে কাজ করছে, যাতে তারা জাতীয় কারিকুলাম অনুযায়ী প্রারম্ভিক শ্রেণির শিক্ষার্থীদের স্বাধীনভাবে বাংলা পড়ার নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন। এ প্রকল্প চারটি ফলাফল বা লক্ষ্য অর্জনে কাজ করছে, এগুলো হলো:

১) প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি
২) বাংলা বিষয়ে শিক্ষক গুণগতমান বৃদ্ধিতে শিখনমান ও শিখন-শিখার উপকরণগুলোর উন্নয়ন
৩) শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন নিশ্চিত করতে মাঠপর্যায়ের মেন্টরদের দক্ষতা বৃদ্ধি
৫) দুর্যোগকালীন বা জরুরি অবস্থায় শিক্ষার কার্যক্রম অব্যাহত রাখা এবং শিক্ষার মানোন্নয়নের দুর্যোগ প্রশমন ও ব্যবস্থাপনায় বিদ্যালয় ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সক্ষমতা বৃদ্ধি।

এসো শিখি -এর ফলাফল বা লক্ষ্যগুলো পিইডিপি-৪ এর বিভিন্ন কার্যক্রম (সাব-কম্পোনেন্ট) বাস্তবায়নে অবদান রাখবে।

- ১.২ পাঠ্যবই এবং শিখন-শিখানো উপকরণ
- ১.৪ শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ
- ১.৫ চলমান পেশাগত উন্নয়ন
- ১.৬ শিক্ষার তথ্য, যোগাযোগ প্রযুক্তি
- ২.৭ দুর্যোগকালীন সময়ে শিক্ষা
- ২.৮ যোগাযোগ ও সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ (মবিলাইজেশন)।

এসো শিখি প্রকল্প শিক্ষার্থীদের পড়ার দক্ষতা বৃদ্ধিতে অভিভাবক, স্থানীয় জনগণ, শিক্ষক-অভিভাবক সমিতি(পিটিএ), এবং বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে কাজ করে।

এসো শিখি প্রকল্প ম্যানুয়াল তৈরি, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, এবং স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২৩ লাখ শিক্ষার্থীর বাংলা পড়ার দক্ষতা বৃদ্ধি ও মানসম্মত শিক্ষা অর্জনে সহায়তা করবে।

এক নজরে এসো শিখি

এসো শিখি প্রকল্প ৮ বিভাগের ১৫ জেলার ৮১ উপজেলায় কাজ করার মাধ্যমে ১০,০৪৮ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও বাংলা বিষয়ের শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করছে।

কর্মএলাকা	
বিভাগ	জেলা
বরিশাল	ভোলা,পটুয়াখালী পিরোজপুর
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম, কক্সবাজার খাগড়াছড়ি
ঢাকা	কিশোরগঞ্জ
ময়মনসিংহ	শেরপুর
খুলনা	বাগেরহাট, সাতক্ষীরা
রাজশাহী	চাঁপাইনবাবগঞ্জ
রংপুর	গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম
সিলেট	সুনামগঞ্জ, সিলেট

দক্ষতা বৃদ্ধিতে এসো শিখি-র সহযোগিতা

বিদ্যালয়	১০,০৪৮
শিক্ষার্থী	২৩,০০,০০০
জাতীয় পর্যয়ে প্রশিক্ষিত মাস্টার ট্রেইনার	২,০৪৮
প্রশিক্ষিত শিক্ষক	৩০,০০০

(প্রধান শিক্ষক: ১০.০৪৮ ও বাংলা বিষয়ে প্রশিক্ষিত শিক্ষক: ২০,০০)

স্বীকৃতি: এ প্রকাশনাটি ইউএসএআইডি-এর মাধ্যমে আমেরিকার জনগণের প্রকাশিত হয়েছে। এর বিষয়বস্তু উইনরক ইন্টারন্যাশনাল-র, এটি ইউএসএআইডি বা আমেরিকার সরকারের মতামত প্রতিফলিত করে না।

Sustainable Development Goals
(এসডিজি) বিষয়ক কর্মশালা

২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখ ঢাকা, সিলেট ও ময়মনসিংহ বিভাগের সকল উপজেলা /থানা শিক্ষা অফিসারগণের জন্য জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) ময়মনসিংহ কর্তৃক Sustainable Development Goals (এসডিজি) বিষয়ক ১ দিনের ভার্চুয়াল কর্মশালা আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে অনলাইনে যুক্ত ছিলেন জনাব ফরিদ আহাম্মদ, সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব ফরিদ আহমদ, মহাপরিচালক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) ময়মনসিংহ। উক্ত কর্মশালায় মোট ১৬৯ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় SDG -এতে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য নির্ধারিত Goals,Target Gas Indicator, SDG পরিচিতি, SDG- প্রেক্ষিত বাংলাদেশ বিষয়ে আলোচনা হয়।

০৬ মার্চ ২০২৪ এ অনুষ্ঠিত Sustainable Development Goals (এসডিজি) বিষয়ক কর্মশালার ২য় ব্যাচ এ ২৮৬জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। দুটি ব্যাচেরই কোর্স পরিচালক এবং সমন্বয়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন যথাক্রমে জনাব মো.আমিনুল হক, জনাব এ.কে.এম রাফেজ আলম, জনাব মোঃ সাদিক হাসান।

নবম গ্রেডের কর্মকর্তাগণের (উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ও ইন্সট্রাক্টর, পিটিআই/ইউআরসি)

৩১তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স ২০২৪

মেধা মনন ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। চাকরিতে যোগদানের পর সফলতার সঙ্গে দায়িত্বসমূহ পালনের জন্য প্রত্যেক কর্মকর্তার বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ অত্যন্ত জরুরি। প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগীয় মাঠপর্যায়ের নবনিযুক্ত কর্মকর্তাদের জন্য জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) প্রতিবছর বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে। এ লক্ষ্য সামনে রেখে ১৬ এপ্রিল ২০২৪ হতে ১৪ জুন ২০২৪ খ্রি. অনুষ্ঠিত হলো নবম গ্রেডের কর্মকর্তাগণের ৩১তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স। এ প্রশিক্ষণ কর্মকর্তাদের আন্তরিক, সৃষ্টিশীল, দক্ষ ও নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষমতা সৃষ্টিতে সহায়তা করে। প্রশিক্ষণ কোর্সের শুভ উদ্বোধন করেন জনাব ফরিদ আহমদ (যুগ্মসচিব), মহাপরিচালক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)।

প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু: শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি এবং প্রাথমিক শিক্ষাক্রম পরিচিতি, প্রাথমিক শিক্ষার ইতিহাস, বাংলাদেশের শিক্ষানীতি ২০১০, বাংলাদেশের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, একীভূত শিক্ষা, শিখন তত্ত্ব, ব্লুমের তত্ত্ব ও বিভিন্ন ক্ষেত্র অনুযায়ী অভীক্ষা প্রণয়ন, যোগ্যতাভিত্তিক অভীক্ষা পদ প্রণয়ন ও মূল্যায়ন কৌশল, শিখন- শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল, প্রশাসনে নৈতিকতা ও শিষ্টাচার, সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা ১৯৭৯, সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ ১৯৭৯, সরকারি কর্মচারী (নিয়মিত উপস্থিতি) বিধিমালা ২০১৮, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮,অটিজম, নারী ও শিশু পাচার রোধ এবং শিশুদের জন্য নিরাপদ সড়ক, পিপিআর, ২০০৮। সেশনগুলো মোট ১০টি মডিউলের অধীনে পরিচালিত হয়। দুই মাসের এই প্রশিক্ষণে প্রতি মডিউল শেষে মডিউল ভিত্তিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

৬০ (ষাট) দিনব্যাপী ৩১তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে নেপ-এর সদস্যবৃন্দ ছাড়াও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রাজ্ঞ কর্মকর্তাবৃন্দ তথ্যজ্ঞ ব্যক্তি হিসেবে অধিবেশন পরিচালনা করেন। কোর্স পরিচালক ছিলেন জনাব মোহাম্মদ আহসান ইবনে মাসুদ, উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ এবং কোর্স সমন্বয়ক ছিলেন ১. জনাব মোহাম্মদ আমিনুল হক, সহকারী বিশেষজ্ঞ ২. জনাব শামিয়া কবীর, সহকারী বিশেষজ্ঞ ৩. জনাব শাহীন মমতাজ, সহকারী বিশেষজ্ঞ ও ৪. জনাব মোঃ সাদিক হাসান, সহকারী বিশেষজ্ঞ। প্রশিক্ষণ কোর্সে মেধাতালিকায় ১ম স্থান অধিকার করে ডিজি অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন জনাব শামীমা ফেরদৌস তন্বী, ইন্সট্রাক্টর সাধারণ পিটিআই মাইজদী, নোয়াখালী।

মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে এই বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্ব রয়েছে বলে প্রশিক্ষণার্থীগণ মতামত প্রকাশ করেন।

Quality Education in Primary Schools for Smart Bangladesh
শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

Smart Bangladesh গঠনের নিমিত্ত জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি Quality Education in Primary Schools শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন করে। ময়মনসিংহ জেলার সদর উপজেলার কিছুটা পিছিয়ে পড়া নির্বাচিত ২০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সভাপতি, প্রধান শিক্ষক, এছাড়াও সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার, সদর ময়মনসিংহ, ইন্সট্রাক্টর পিটিআই, ময়মনসিংহ, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, সদর, ময়মনসিংহ, সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট, পিটিআই, সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, ময়মনসিংহ অংশগ্রহণ করেন। এই কর্মশালায় সভাপতি ছিলেন জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমির সম্মানিত মহাপরিচালক জনাব ফরিদ আহমদ। ৪/০৫/২০২৪ এবং ১৫/০৫/২০২৪ তারিখ অনুষ্ঠিত ৪টি ব্যাচে মোট ১৩০ জন অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠিত ৪টি ব্যাচে কোর্স পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জনাব রঙ্গলাল রায়, ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ এবং জনাব আরিফা সিদ্দিকা, উপ-পরিচালক (প্রশাসন)। কোর্স সমন্বয়ক হিসেবে ছিলেন মোঃ নাজমুল হাসান, সহকারী বিশেষজ্ঞ ও মাহবুবুর রহমান, সহকারী বিশেষজ্ঞ, নেপ।

সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার এবং সহকারী সুপারিনটেন্ডেন্টগণের স্মার্ট অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমির আয়োজনে ৫দিন ব্যাপী সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার এবং সহকারী সুপারিনটেন্ডেন্টগণের স্মার্ট অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ৬টি ব্যাচে অনুষ্ঠিত হয়। এতে মোট ২১৩জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহন করেন। প্রশিক্ষণটির উদ্বোধনীতে প্রধান অতিথি হিসেবে অনলাইনে সংযুক্ত ছিলেন জনাব শাহ রেজওয়ান হায়াত, মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর। প্রশিক্ষণে সরকারি কর্মচারী (শৃঙখলা ও আপিল) বিধিমালা-২০১৮ ও বিভাগীয় মামলার বি-ধিবিধান, সরকারি চাকরি আইন -২০১৮,স্মার্ট অফিস ব্যবস্থাপনা, জরুরী পরিস্থিতিতে শিক্ষা ব্যবস্থাপনা, ছুটিবিধি ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হয়। প্রশিক্ষণটিতে যথাক্রমে জনাব ড. মোঃ রুহুল আমীন এবং জনাব মোহাম্মদ আহসান ইবনে মাসুদ, কোর্স পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

১ম ও ২য় ব্যাচ: ১১-১৫ মার্চ ২০২৪
৩য় ও ৪র্থ ব্যাচ: ১৮-২২ মার্চ ২০২৪
৫ম ও ৬ষ্ঠ ব্যাচ: ৩১ এপ্রিল-৪ মে ২০২৪

Quality Education in Primary School for SMART Bangladesh
বিষয়ক কর্মশালা

নির্বাচিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, সহকারী শিক্ষক, এসএমসি সভাপতি, ময়মনসিংহ সদর উপজেলা শিক্ষা অফিসার, পিটিআই ইন্সট্রাক্টর, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার, সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট এবং সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারগণের জন্য দিনব্যাপী Quality Education In Primary School for SMART Bangladesh বিষয়ক কর্মশালা ১৫মে ২০২৪ খ্রি. অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৩৬ জন অংশগ্রহণকারী প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করেন। জনাব ফরিদ আহাম্মদ সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্মশালার উদ্বোধন করেন।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণের (১০ম ও ১১তম গ্রেড)
স্মার্ট অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ১০ এবং ১১তম গ্রেডের কর্মকর্তাগণের জন্য ০৩ (তিন) দিনব্যাপী "স্মার্ট অফিস ব্যবস্থাপনা" বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স ৩১ মে-০৩ জুন ২০২৪ অনুষ্ঠিত হয়। জনাব ফরিদ আহাম্মদ সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্মশালার উদ্বোধন করেন।

সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা ১৯৭৯, সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ ১৯৭৯, সরকারি কর্মচারী (নিয়মিত উপস্থিতি) বিধিমালা ২০১৮, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ ও বিভাগীয় মামলার বিধিবিধান এবং প্রায়োগিক বিষয়াবলি, কার্যকর যোগাযোগ দক্ষতা ও তথ্য ব্যবস্থাপনা, চতুর্থ শিল্প বিপ্লব তথ্য ও প্রযুক্তি, স্মার্ট বাংলাদেশ, স্মার্ট অফিস ব্যবস্থাপনার মূলনীতি

কোর্সের পরিচালক ছিলেন জনাব মোহাম্মদ আমিনুল হক, সহকারী বিশেষজ্ঞ এবং কোর্স সমন্বয়ক ছিলেন ১. জনাব মোঃ মাহমুদুল হাসান, সহকারী বিশেষজ্ঞ ও ২. জনাব মাহবুবুর রহমান, সহকারী বিশেষজ্ঞ।

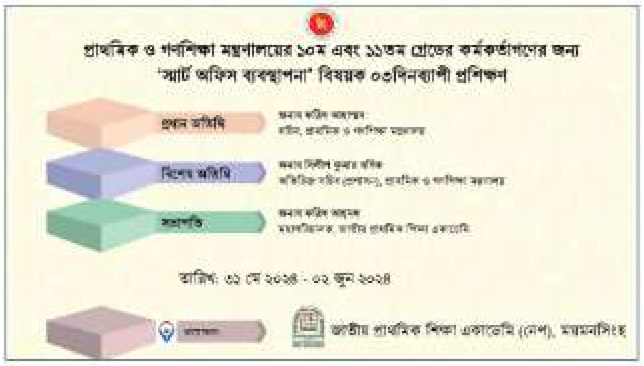

গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপন বিষয়ক কর্মশালা

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) কর্তৃক পরিচালিত দুটি গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপন বিষয়ক কর্মশালা গত ২৬ জুন ২০২৪ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। দিনব্যাপী কর্মশালার উদ্বোধন করেন জনাব ফরিদ আহমদ (যুগ্মসচিব), মহাপরিচালক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)। গবেষণা দুটি হলো 1. Exploring Factors Contributing to High and Low Performance in the NSA 2022 across Mymensingh and Sylhet Division 2023-24 ২. সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিবর্তন ও ঝরে পড়ার অবস্থা বিশ্লেষণ কর্মশালায় পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে গবেষণা পরিচিতি, গবেষণা পরিকল্পনা, গবেষণা প্রস্তাব, তথ্য সংগ্রহের উপকরণ ও কৌশল, তথ্য বিশ্লেষণ কৌশল ও পদ্ধতি, গাণিতিক তথ্য বিশ্লেষণ, গুণগত তথ্য বিশ্লেষণ, তথ্যের উৎস নিয়ে উপস্থিত অংশগ্রহণকারীগণ মতামত তুলে ধরেন। ৫০ জন অংশগ্রহণকারী এবং আমন্ত্রিত অতিথিগণের মতামতের ভিত্তিতে বেশ কিছু জায়গায় সংশোধনের মাধ্যমে কর্মশালার সমাপ্তি হয়।

‘মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার রোধকল্পে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে শিক্ষকদের ভূমিকা’ বিষয়ক সেমিনার

প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের নবম গ্রেডের কর্মকর্তাগণের ৩১ ফাউন্ডেশন প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষণার্থীগণের জন্য ‘মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার রোধকল্পে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে শিক্ষকদের ভূমিকা’ বিষয়ক সেমিনার আয়োজন করে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ জেলা কার্যালয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব ফরিদ আহমদ (যুগ্মসচিব), মহাপরিচালক, নেপ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব অমিত রায়, সাধারণ সম্পাদক, প্রেস ক্লাব, ময়মনসিংহ এবং জনাব মীর মোস্তফা, সাধারণ সম্পাদক, সাংবাদিক ইউনিয়ন, ময়মনসিংহ

গবেষণা সারসংক্ষেপ

Effectiveness Study on Revised DPEd (BTPT)

প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণের ১০ মাসব্যাপী মৌলিক প্রশিক্ষণ (বিটিপিটি) কোর্সটি জুলাই ২০২৩-এ পাইলটিংভিত্তিতে ১২ মাসের ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড) কোর্সের পরিবর্তে চালু করা হয়। বিটিপিটি প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য হলো প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকদের দক্ষতাভিত্তিক পেশাগত মান (শিক্ষক মান) অনুযায়ী ৬২টি যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা করা।

এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:

১. প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে (পিটিআই) চার মাসের সরাসরি (ইন-পারসন) প্রশিক্ষণ কোর্স

২. পিটিআই ইনস্ট্রাক্টরদের তত্ত্বাবধানে পিটিআইয়ের কাছাকাছি প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ে দুই মাসের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ

৩. প্রধান শিক্ষক এবং উপজেলা মেন্টরিং টিমের (ইউইও/টিইও, এইউইও/এটিইও এবং ইউআরসিআই) তত্ত্বাবধানে চার মাসের ইন্টার্নশিপ। ইন্টার্নশিপ বিদ্যালয়গুলো হবে নিজ বিদ্যালয় ব্যতীত শিক্ষকদের নিজ উপজেলার অন্য কোনো বিদ্যালয়।

এই গবেষণা তিনটি গবেষণা প্রশ্ন নির্ধারণ করা হয়েছে:

১. বিটিপিটি পাইলটিং কার্যক্রম সম্পন্ন করা প্রশিক্ষণার্থীরা শিক্ষকমানের নির্দেশকসমূহ অর্জনের প্রমাণ দেখাতে পেরেছে কি?

২. কোন ফ্যাক্টরসমূহ (উপাদানসমূহ) পিটিআইতে প্রশিক্ষণকালীন, প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ে দুই মাসের অনুশীলনসহ, প্রশিক্ষণার্থীদের শিক্ষকমান পূরণে সহায়তা বা বাধা দেয়?

৩. পরিমার্জিত ডিপিএড (বিটিপিটি) বর্তমান কাঠামো (১০ মাস) ইন্টার্নশিপকালীন ৪ মাসসহ শিক্ষকমান অর্জনে উপযুক্ত এবং পর্যাপ্ত কী?

এই গবেষণাটিতে নেপ ও ডিপিই'র যৌথ মনিটরিং প্রতিবেদন ওপর ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করেছে, যা সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০২৩-এ পাইলটিং প্রোগ্রামের পিটিআইকালীন চার মাস সমাপনান্তে পরিচালনা করা হয়েছিল। এই গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এপ্রিল থেকে জুলাই ২০২৪-এর মধ্যে, তখন পাইলটিং কার্যক্রমের প্রশিক্ষণার্থীগণের ইন্টার্নশিপ কার্যক্রম শেষপর্যায়ে ছিল। ফলে প্রশিক্ষণার্থীগণ পিটিআইতে যা শিখেছে তা শ্রেণিকক্ষে কতটা প্রয়োগ করতে পেরেছে তা বোঝা সম্ভব হয়েছিল। এই গবেষণায় প্রশিক্ষণও ইন্টার্নশিপ বিদ্যালয় কার্যক্রম চলাকালীন প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য প্রদত্ত সহ-ায়তার পর্যাপ্ততা মূল্যায়ন করে সামগ্রিক কাঠামোর বিবেচনায় নিতে সক্ষম হয়েছে। নেপ-ডিপিই যৌথ মনিটরিং প্রতিবেদনের একটি মূল সুপারিশ ছিল পিটিআইতে চলমান বিটিপিটি কোর্সের অধিবেশন সংখ্যা কমানো।

পিটিআইকালীন ৪ মাসের অধিবেশনের সংখ্যা ৩৩২ থেকে কমিয়ে ২৩২ করা হয়েছে। বর্তমান গবেষণার অধীনে ফেব্রুয়ারি ২০২৪-এ আয়োজিত কর্মশালায় বিটি-পিটি প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম ও অন্যান্য কার্যক্রম পর্যালোচনা করা হয় যা এই হ্রাসকৃত কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীগণের শিক্ষকমান অর্জনে পর্যাপ্ত সহায়তা প্রদান করে কিনা তা নির্ধারণের চেষ্টা করা হয়। উক্ত কর্মশালায় সিদ্ধান্ত হয় যে, পিটিআইকালীন এবং পিটিআই'র তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণ বিদ্যালয় ও ইন্টার্নশিপ সময়কালে শিখন-শেখানো কার্যক্রম অনুশীলনের জন্য একটি কার্যকর ব্যবস্থা সমন্বয় করা সম্ভব হলে বিটিপিটি কোর্সের মাধ্যমে নির্ধারিত শিক্ষকমান অর্জিত হবে মর্মে প্রত্যাশা করা হয়েছে। পরিশেষে দেখা যায় যে, পর্যাপ্ত সময় এবং যথাযথ সহায়তা প্রদান করা হলে প্রশিক্ষণার্থীগণ পিটিআই থেকে যেসকল তত্ত্বাবীয় জ্ঞান অর্জন করবে তা প্রশিক্ষণ বিদ্যালয় এবং ইন্টার্নশিপ বিদ্যালয়ে প্রয়োগ করার মাধ্যমে শিক্ষকমান অর্জিত হবে।

বর্তমান গবেষণায় ৩২৬জন প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক ও ইন্টার্নশিপ বিদ্যালয়ের ২৯৩জন প্রধান শিক্ষকের সাথে ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (FGDs), ৩৬জন উপজেলা মেন্টরের সাক্ষাৎকার এবং ১১জন পিটিআই সুপারিনটেনডেন্ট ও সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট এবং ২৭জন পিটিআই ইনস্ট্রাক্টরের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে।

প্রাথমিক গবেষণার ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, অধিবেশনের বিষয়বস্তু আরও পর্যালোচনার প্রয়োজন, তাই সেপ্টেম্বর ২০২৪-এ একটি বিটিপিটি অধিবেশন বিষয়বস্তু (কন্টেন্ট) পর্যালোচনা কর্মশালা আয়োজন করা হয়। গবেষণায় দেখা যায় যে, পিটিআইকালীন চারমাসে বিরতিহীন রুটিন শিখনকে সহায়তা করার পরিবর্তে বাধাগ্রস্ত করেছে। ছুটি, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া অনুষ্ঠান আয়োজনের কারণে অনেক অধিবেশনভিত্তিক কার্যদিবস কমে যায়। যার ফলে উক্ত সময়ের অধিবেশনগুলো হয় মার্জ করে অথবা পরিচালন করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে এ অধিবেশনসমূহ সম্পন্ন করার জন্য অতিরিক্ত অধিবেশন পরিচালনা প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য বাড়তি বা বুদ্ধিবৃত্তিক চাপ হিসেবে দেখা দিয়েছে। এছাড়াও সান্ধ্য অধিবেশনগুলো পরিচালনা বিশেষ ভাবে চ্যালেঞ্জিং হয়ে পড়ে। আরও উল্লেখ্য যে, ছোট বাচ্চাসহ মহিলা প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য সান্ধ্য অধিবেশনে উপস্থিত থাকা কঠিন ছিল। যারা পিটিআই ক্যাম্পাসের বাইরে অবস্থান করে তাদের জন্য এই সান্ধ্য অধিবেশনে উপস্থিতি ও বাসায় ফিরে যাওয়া নিরাপত্তার হুমকি তৈরি করেছিল। এ পরিস্থিতি প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য শিখনে সহায়তা করার পরিবর্তে, শিখন ক্লান্তি বাড়িয়ে তোলে। এছাড়াও এটি অ্যাসাইনমেন্ট কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য বরাদ্দকৃত সময় আরও কমিয়ে দেয়। সাক্ষাৎকারে অংশ নেওয়া ৭০% পিটিআই ইনস্ট্রাক্টর মনে করেন সান্ধ্যকালীন অধিবেশনগুলো কার্যকর ছিল না এবং ৫৯% ইনস্ট্রাক্টর এসকল অধিবেশন বাতিল করার পরামর্শ দিয়েছেন।

পিটিআইতে কর্মরত ইনস্ট্রাক্টর সংখ্যার ঘাটতি এবং একই সময়ে বিটিপিটি প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য একাধিক সমান্তরাল শাখা (সেকশন) অধিবেশন পরিচালনার কারণে ইনস্ট্রাক্টরগণ প্রায়ই তাদের দক্ষ (অধীত) বিষয়ের বাইরের অধিবেশন পরিচালনা করতে হয় এবং/অথবা একই সাব-মডিউলের অধিবেশন এক বা একাধিক সহকর্মীর সাথে ভাগ করে নিতে হয়। এই পরিস্থিতি ইনস্ট্রাক্টরদের জন্য অতিরিক্ত প্রস্তুতির বোঝা তৈরি করে এবং প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে শিখন অসন্তোষ সৃষ্টি করে। ৭৮% ইনস্ট্রাক্টর তাদেরকে অধিবেশন পরিচালনা করতে হয় এমন একাধিক বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদানের অনুরোধ করেছেন।

অধিবেশন প্রস্তুতির জন্য অতিরিক্ত সময়ের পাশাপাশি, ইনস্ট্রাক্টরদের গাঠনিক (Formative) ও চূড়ান্ত মূল্যায়ন (Summatiive) কাজও (টেস্ট ডিজাইন, পরীক্ষা পরিচালনা ও উত্তরপত্র মূল্যায়ন) করতে হয়। মূল্যায়ন টুলস উন্নয়নের জন্য তাদের প্রশিক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে। সাক্ষাৎকার প্রদানকারী ৭৩% সুপারিনটেনডেন্ট/সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট সুপারিশ করেছেন যে ইনস্ট্রাক্টরদের এই কাজের জন্য প্রশিক্ষণের পাশাপাশি সম্মানী প্রদান করা হোক এবং মূল্যায়ন খরচ মেটানোর জন্য পিটিআইকে অতিরিক্ত বরাদ্দ দেওয়া হোক।

যদিও বিটিপিটি ম্যানুয়াল (ইনস্ট্রাক্টর গাইড) সম্পর্কে পিটিআই ইনস্ট্রাক্টরদের মূল্যায়ন বেশিরভাগই ইতিবাচক ছিল, তবে এ বিষয়ে তথ্যের অপর্যাপ্ততা নিয়ে তারা কিছু উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলটি অধিবেশনের বিষয়বস্তু পর্যালোচনা কর্মশালার ফলাফলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সেই কর্মশালায় অংশ গ্রহণকারীগণ অতিরিক্ত বিষয়বস্তুর প্রশিক্ষণের জন্য সুপারিশ করেছেন।

প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য প্রবর্তিত রিসোর্স বইয়ের বিষয়বস্তুতেও ঘাটতি চিহ্নিত হয়েছে। পিটিআই সুপারিনটেনডেন্ট ও সহকারী সুপারিনটেনডেন্টদের প্রধান উদ্বেগ ছিল এই উপকরণগুলোর সময় মতো সরবরাহ। পাইলটিং পর্যায়ে, প্রশিক্ষণার্থীরা ইন্টার্নশিপ বিদ্যালয়ে যাওয়ার পর এই উপকরণগুলোর হার্ড কপি তাদের সরবরাহ করা হয়েছে।

পিটিআই-এ উপকরণ বিতরণে বিলম্ব এবং তীব্র জনবল ঘাটতির মতো সমস্যাগুলিও মূল ডিপিএডকে প্রভাবিত করেছে এবং সংশোধিত সংস্করণের সফল বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে এ সমস্যাগুলো সমাধান করা প্রয়োজন।

প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দের প্রধান উদ্বেগগুলো ছিল তাদের অপর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ ভাতা নিয়ে যা তাদের খাবার, যাতায়াত ও আবাসন সেটআপ খরচ, পিটিআই কর্তৃক আরোপিত সংস্থাপন খরচের ব্যয় (যেমন, আবাসন হোস্টেলের বাবুর্চি এবং কর্মীদের বেতন, হোস্টেলের তাৎক্ষণিক মেরামত, গ্যাস বিল পিটিআই কর্তৃক আরোপিত সংস্থাপন খরচের ব্যয়) মেটানোর জন্য যথেষ্ট নয়। প্রশিক্ষণার্থীরা বলেছেন যে, প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত সকল উপকরণের জন্য তাদের অর্থ প্রদান করতে হয়েছে, যদিও এই সমস্যার অধিকাংশই এখন সমাধান হয়েছে। তবে, প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তাদের প্রধান উদ্বেগ ছিল বিভিন্ন কারণে বিদ্যালয় কার্যক্রম বন্ধ থাকার ফলে শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার জন্য খুব কম সময় পাওয়া যায়। নামমাত্র দুই মাসের শিখন-শেখানো কার্যক্রম অনুশীলন সময়কালে বিদ্যালয় কার্যক্রম মাত্র ১৫ থেকে ১৮ দিন পাওয়া যায়।

এটি প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য নির্ধারিত কার্যক্রম (প্রতিফলনমূলক জার্নাল লেখা, কর্মসহায়ক গবেষণা (Action Research), পাঠ সমীক্ষা (Lesson Study) পরিচালনা এবং বেসলাইন সার্ভে করা) সম্পন্ন করা প্রায় অসম্ভব। ৫ দিনের কাব স্কাউটিং অনুশীলন প্রশিক্ষণার্থীদের শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার পদ্ধতিগত প্রশিক্ষণে অবদান না রেখে প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ের কার্যক্রমকে ব্যাহত করে। তবুও, প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ মনে করেছেন যে প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতা মূল্যবান ছিল এবং পিটিআই'র গাইড ইনস্ট্রাক্টর এবং প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষকদের পর্যবেক্ষণ, ফলাবর্তন প্রদান ও প্রদর্শনমূলক শিখন শেখানো পরিচালনার মাধ্যমে প্রদত্ত সহায়তার প্রশংসা করেছেন।

প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য অনুপযুক্ত বিদ্যালয় নির্বাচনের কারণে ইন্টার্নশিপ বিদ্যালয়ের কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়েছে। প্রশিক্ষণার্থী পদায়নকৃত বিদ্যালয়ের অধিকাংশ বিদ্যালয়ে তীব্র শিক্ষক সংকট ছিল যার ফলে প্রশিক্ষণার্থী প্রয়োজনীয় ক্লাসের অতিরিক্ত ক্লাস নিতে হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকগণ প্রশিক্ষণার্থীদের শিখন শেখানো কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ বা তাদেরকে মেন্টরিং করার জন্য খুব কম সময় পেয়েছেন। বিদ্যালয়গুলোতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আই-সিটি সরঞ্জামের অভাব ছিল এবং কিছু বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি ছিল না। প্রশিক্ষণার্থীদের বাড়ি থেকে ইন্টার্নশিপ বিদ্যালয়ের দূরত্ব আরও একটি সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছিল। এই সময়ে মেন্টরের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সত্ত্বেও, এফজিডিতে অংশগ্রহণকারী ৭৫% প্রশিক্ষণার্থী জানিয়েছেন যে, ইন্টার্নশিপ বিদ্যালয়ে ৩-৪ মাস অবস্থানকালীন সময়ে উপজেলা মেন্টরদের কাছ থেকে তিনটিরও কম পরিদর্শন পেয়েছেন। উপজেলা মেন্টরবৃন্দ তিন বারেরও কম একজন প্রশিক্ষণার্থীকে পরিদর্শন করেছেন। উপজেলা মেন্টরদের সাক্ষাৎকারে, মাত্র ১৪% দাবি বলেছেন, যে তারা ইন্টার্নশিপ বিদ্যালয়গুলোতে তিন বা তার বেশি বার পরিদর্শন করেছেন। সৌভাগ্যক্রমে, প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ জানিয়েছেন যে তাদের প্রধান শিক্ষক তাদের শিখন শেখানো কার্যাবলি পর্যবেক্ষণ করে উপযোগী ফলাবর্তন প্রান করেছেন।

প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ে শিখন শেখানো কার্যক্রম অনুশীলনের স্বল্পতার কারণে, ইন্টার্নশিপ বিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের সময়টাই বিটিপিটি প্রশিক্ষণের তাদের শিক্ষাদান অনুশীলনের ওপর প্রভাব মূল্যায়নের সর্বোত্তম সুযোগ প্রদান করে। সেই অনুযায়ী, প্রশিক্ষণার্থীদের তাদের শিক্ষাদান অনুশীলন কীভাবে শিক্ষকমানের বিপরীতে সক্ষমতা প্রদর্শন করেছে তার উদাহরণ দিতে বলা হয়েছিল। তাদের উত্তরগুলো ইন্টার্নশিপ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের ইনপুটের সাথে ট্রাই GO & গুলেট (triangulated) সম্পর্কে যাচাই করা হয়েছে। যেহেতু উপজেলা মেন্টরদের (প্রধান শিক্ষক ব্যতীত) মেন্টরিংয়ের মাত্রা ইতিমধ্যেই অপর্যাপ্ত বলে দেখা গিয়াছিল, গবেষণা মেন্টরিং করার সক্ষমতার ওপর মনোনিবেশ করেছে এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যে, উপজেলা মেন্টরিং কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণার্থী মেন্টরিং ও পর্যবেক্ষণকে অগ্রাধিকার দিতে বাধ্য করার ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হলে এবং একইসাথে তাদের ভালোভাবে মেন্টরিং করার সক্ষমতা না থাকলে এটি সফল হবে না। প্রশিক্ষণার্থীরা আনন্দময় ও ইন্টারেক্টিভ শিখন পরিবেশ তৈরি করতে খেলা, গান এবং ছড়া ব্যবহারের বহু উদাহরণ দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক পদ্ধতি যেমন দলগত কাজ এবং জোড়ায় কাজের কথাও বার বার উল্লেখ করা হয়েছিল, যেটি প্রধান শিক্ষকবৃন্দও নিশ্চিত করেছেন।

গবেষণার জন্য পরিচালিত দলগত আলোচনায় (FGD) অধিকাংশ প্রশিক্ষণার্থীরা বুলিংসহ শিক্ষার্থীদের আচরণগত সমস্যা সমাধানে সফল প্রচেষ্টার উদাহরণ দিতে সমর্থ হয়েছিলেন, যার মাধ্যমে একটি নিরাপদ ও সহায়ক শিখন পরিবেশ বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে। সাক্ষাৎকারে ৬৭% উপজেলা মেন্টরবৃন্দ শিখন-শেখানো পদ্ধতির শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক মূল্যায়নে তাঁরা কী খুঁজছেন সেটির যথাযথ এবং পর্যাপ্ত সংখ্যক উদাহরণ দিতে পেরেছিলেন। এক্ষেত্রে তাদের জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে কীভাবে তারা নিরাপদ ও সহায়ক শিখন পরিবেশের মূল্যায়ন করেন। এ প্রশ্নের উত্তরে ৩০% প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক শ্রেণিকক্ষের ভৌত অবকাঠামোর কথা উল্লেখ করেছেন। অপরপক্ষে, ৫৩% প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক নিরাপদ ও সহায়ক শিখন পরিবেশ সৃষ্টিতে শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক নির্দেশক (student-focused indicators) প্রদানে সক্ষম হয়েছেন। যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল কী ভাবে তাঁরা (মেন্টরবৃন্দ) উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, প্রশিক্ষণার্থীরা শিক্ষার্থীদের সাথে কার্যকরভাবে যোগাযোগ করছেন, সেক্ষেত্রে মাত্র ৩৬% উপজেলা মেন্টর শারীরিক ভাষা ও দৃষ্টি যোগাযোগের মতো বিষয়গুলো বিবেচনা করেছেন। শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় ভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রে, ৫৮% মেন্টরবৃন্দ আঞ্চলিক উপভাষা ব্যবহারের পরিবর্তে প্রমিত বাংলা ভাষা ব্যবহারের ওপর জোর দিয়েছেন।

ইন্টার্নশিপ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের এফজিডিতে, ৩০% প্রধান শিক্ষক জানিয়েছেন যে তাদের বিদ্যালয়ের প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ শিখন-শেখানো কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের জন্য শ্রেণিকক্ষে ভিডিও ক্লিপস ও ছবি প্রদর্শনের ক্ষেত্রে স্মার্টফোন ব্যবহার করেছেন। অধিকাংশ প্রশিক্ষণার্থী মতামত ব্যক্ত করেছেন যে, ইন্টার্নশিপ বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া সরঞ্জামের অভাবে এছাড়া তাদের কোনো বিকল্প ছিল না। কিন্তু এটি প্রধান শিক্ষকদের মতামতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এফজিডির এক-চতুর্থাংশেরও কম প্রধান শিক্ষক বলেছেন যে, তাদের বিদ্যালয়ে ডিজিটাল কন্টেন্ট ব্যবহারের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধার অভাব রয়েছে। প্রধান শিক্ষক ও উপজেলা মেন্টর উভয়েই উল্লেখ করেছেন যে, কিছু প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনায় আইসিটির ব্যবহারে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছেন না। প্রশিক্ষণার্থীরা মন্তব্য করেছেন যে, পিটিআইতে অবস্থানকালীন সময়ে তাদের জন্য পরিচালিত আইসিটি প্রশিক্ষণ অপর্যাপ্ত ছিল যা তাদের আইসিটি ব্যবহারে আত্মবিশ্বাসের অভাবের কারণ হতে পারে। ৫০% এফজিডিতে তারা ডিভাইসের অভাবে আইসিটি অধিবেশনে একটি কম্পিউটারে একাধিক ব্যক্তির কাজ করার বর্ণনা দিয়েছেন। ৮২% পিটিআই ইনস্ট্রাক্টর স্বীকার করেছেন যে, পিটিআইতে প্রশিক্ষণার্থীদের সংখ্যার তুলনায় কম্পিউটার সংখ্যা কম ছিল এবং অপরপক্ষে ৩৬% ইন্সট্রাক্টর মনে করেছেন যে, আইসিটি প্রশিক্ষণের জন্য বরাদ্দকৃত সময় অপর্যাপ্ত ছিল। ইন্টার্নশিপ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকবৃন্দ প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক কর্তৃক প্রণীত পাঠ পরিকল্পনার মান নিশ্চিত করেছেন।

এফজিডিতে প্রশিক্ষণার্থীগণ বলেছেন যে, তারা আত্মবিশ্বাসের সাথে পাঠ পরিকল্পনা (lesson plan) প্রণয়ন করেছেন। সাক্ষাৎকার নেওয়া ৩৬ জন উপজেলা মেন্টরের মধ্যে মাত্র দুজন একটি পাঠ পরিকল্পনার মান নিশ্চিতকরণের সূচক সম্পর্কে উদাহরণ দিতে পারেননি, যদিও প্রায় ৩০% মনে করেছেন যে, প্রশিক্ষণার্থীদের কঠোরভাবে শিক্ষক সহায়িকা অনুসরণ করা উচিত।

বিটিপিটির অধীনে, প্রশিক্ষণার্থীদের ইন্টার্নশিপ বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান শুরু করার পূর্বে শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পারঙ্গমতা স্তর জানার জন্য একটি বেসলাইন সার্ভে পরিচালনা করার নির্দেশনা দেওয়া হয়। সকল এফজিডিতে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকবৃন্দ নিশ্চিত করেছেন যে, তারা বেসলাইন সার্ভে সম্পন্ন করেছেন এবং ৬৭% প্রধান শিক্ষক এবং ৮১% উপজেলা মেন্টর উল্লেখ করেছেন যে, শিক্ষকবৃন্দ কর্তৃক পরিচালিত বেসলাইন সার্ভে পরীক্ষা করেছেন। প্রত্যাশা করা হয় যে, বেসলাইন সার্ভের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকদের দ্রুত তাদের শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত সক্ষমতা জানতে সহায়তা করবে। এছাড়াও বেসলাইন সার্ভের ফলাফল শিখন-শেখানো পরিবেশের সাথে শিক্ষার্থীদের শিখন চাহিদার সমন্বয় করতে সহায়তা করবে। PEDP৩-এর অধীনে ২০১৯ সালে আপডেট করা প্রাথমিক শিক্ষার অর্গানাইজেশন ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ক্যাপাসিটি বিল্ডিং গাইডবুক (ODCBG) 'বিভিন্ন শেখার প্রয়োজন এবং আগ্রহের সাথে বিভিন্ন গোষ্ঠীর জন্য আলাদা ক্রিয়াকলাপ, শেখার ক্ষমতার বিভিন্ন স্তরের এবং বিভিন্ন শেখার শৈলী, নির্দেশমূলক কৌশল এবং বিভিন্ন স্তরের শেখার ক্ষমতার গুরুত্বের ওপর জোর দেয়। শিক্ষণ/শিক্ষার উপকরণ' (পৃ. ৩০)। ৭২% উপজেলা মেন্টর উদাহরণের সাহায্য নিশ্চিত করেছেন যে, প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকেরা শিক্ষার্থীদের শিখন চাহিদা মেটাতে শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় অভিযোজনের লক্ষ্যে শিক্ষার্থী সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য জানেন, যদিও ২৬% ক্ষেত্রে মেন্টররা সম্পূর্ণভাবে শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে মৌলিক সূচকের ওপর নির্ভর করেছেন যেমন প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের নাম ধরে ডাকেন কিনা।

প্রত্যাশা করা হয় যে বেসলাইন সার্ভে প্রক্রিয়ায় ধারাবাহিক মূল্যায়ন দ্বারা সম্পূরক করা হবে এবং ৯৬% এফজিডিতে, প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকবৃন্দ ক্লাসে গাঠনিক মূল্যায়নের ব্যবহার নিশ্চিত করেছেন। তবে, পিটিআইতে গাঠনিক মূল্যায়নের লক্ষ্যে পরিচালিত ভিন্ন ভিন্ন সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র প্রদর্শিত থাকা সত্ত্বেও সক্ষম হয়েছিলেন যে কীভাবে তারা গাঠনিক মূল্যায়নের কাজ, ফলাবর্তন প্রদান, পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের সাথে বেশি সময় ব্যয় এবং পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের সাথে অগ্রগামী শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে করে দলগত ও জোড়ায় কাজ করার মতো ব্যবস্থা নিতে পেরেছেন। তবে, এফজিডিতে মাত্র ৩০% প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক ভিন্ন কৌশল ব্যবহার করে সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তুটি পুনরায় শেখানো বা পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের বাড়ির কাজ দেওয়ার উল্লেখ করেন। তবে কোনো প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকই নিরাময়মূলক শিখন শেখানো কার্যাবলি পরিচালনা বা পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীর শিখন চাহিদা নিরিখে কোনো বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণের কথা উল্লেখ করেননি।

এক্ষেত্রে ২১% প্রশিক্ষণার্থী ব্যতীত সকলেই স্থানীয় প্রেক্ষাপট এবং/অথবা তাদের শিক্ষার্থীদের চাহিদার বিবেচনায় শিক্ষক সহায়িকা অনুসরণে পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছেন। এফজিডিতে ৩৩% প্রশিক্ষনার্থী অভিযোগ করেছেন যে, আইসিটি বিষয়ক অধিকাংশ অধিবেশনে বিন্যাসকৃত বিষয়বস্তুর ব্যাপকতার কারণে সেগুলো আত্মস্থ করা সম্ভব হয়নি। এক্ষেত্রে বেশ কয়েকজন প্রশিক্ষণার্থী মতামত ব্যক্ত করেছেন যে, আইসিটি প্রশিক্ষণে অনুশীলনের সুযোগ থাকলে ভালো হতো। এটি পিটিআইতে প্রদর্শিত শিখন শেখানো কার্যক্রমে গাঠনিক মূল্যায়নের প্রতিফলনের ঘাটতির ফলে হতে পারে। গাঠনিক মূল্যায়নটি সাধারণত সাব-মডিউলের শেষে পরিচালনা করা হয়, যার ফলে ইন্সট্রাক্টরবৃন্দ মূল্যায়ন পরবর্তী ফলাবর্তন প্রদান করা বা ভালোভাবে না বোঝা বিষয়বস্তুগুলোর পুনরায় আলোচনার সুযোগ পান না। গাঠনিক মূল্যায়ন কার্যক্রম ডিজাইন করা পিটিআই ইন্সট্রাক্টরদের জন্য নতুন এবং ৪৭% ইন্সট্রাক্টর বলেছেন যে, গাঠনিক মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা তাদের জন্য চ্যালেঞ্জিং হয়ে ওঠে। এ বিষয়ে আরও বেশি প্রশিক্ষণ পরিচালিত হলে তারা উপকৃত হবেন।

মাত্র ৩৬% উপজেলা মেন্টর ভালোভাবে ব্যাখ্যা করতে পেরেছেন যে, কীভাবে তারা গাঠনিক মূল্যায়নের মান যাচাই করেন। যেমন শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে প্রত্যাশিত শিখনফল পূরণ, শিক্ষার্থীদের ফলাবর্তন প্রদান প্রভৃতি বিষয়গুলো উল্লেখ করেছেন। অধিকাংশ উপজেলা মেন্টর (৭৫%) প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকবৃন্দ গাঠনিক মূল্যায়নের প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন কিনা তা যাচাই করার সঠিক উদাহরণ দিতে পারেননি।

অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা নিশ্চিত করা বিটিপিটির একটি প্রধান উদ্দেশ্য যা এফজিডিতে অংশগ্রহণকারী সকল প্রশিক্ষণার্থীদের মতামত প্রদানের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছে। শিক্ষকমান গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে যে, শিক্ষকদের প্রতি শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস এবং তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উচ্চ আশা প্রদর্শনের সমন্বয়ে গঠিত হবে শিক্ষার্থীদের শিখন দক্ষতা। এটা উৎসাহব্যঞ্জক যে ৪৩% উপজেলা মেন্টর শিখন শেখানো কার্যক্রম অনুশীলনে এ বিষয়টি চিহ্নিত করতে পেরেছেন। আরও ২৩% মেন্টর উপরোক্ত বিষয়টি সমর্থন করেছেন যদিও তারা শ্রেণিকক্ষে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকদের এই আচরণ কীভাবে শনাক্ত করেছেন তা বলতে পারেননি।

ইতিবাচক মনোভাব সত্ত্বেও, সকল শিক্ষার্থীর পূর্ণ শিখন সম্ভাবনা অর্জনের সুযোগ নিশ্চিত করার জন্য প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকবৃন্দ বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করেছেন। যেমন, পিছিয়ে পড়া বা শারীরিক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষের সামনে বসানো, তাদের জন্য অতিরিক্ত সময় ব্যয়, বা তাদেরকে অগ্রগামী শিক্ষার্থীদের সাথে জোড়ায় বসানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। যখন মনোযোগ ঘাটতি, অতি সক্রিয়তা এবং ডিসলেক্সিয়ার মতো শিখন প্রক্রিয়ায় সাধারণ সমস্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, এফজিডিতে অংশ-গ্রহণকারী ৩৩% প্রশিক্ষণার্থী এই সমস্যাগুলো সংজ্ঞায়িত করতে পেরেছেন কিন্তু মাত্র তিনজন প্রশিক্ষণার্থী এই ধরনের সমস্যা থাকা শিক্ষার্থীদের শিখন সহায়তা করার নির্দিষ্ট উদাহরণ উল্লেখ করতে পেরেছেন।

সর্বশেষে, উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা (higher order thinking skill) এবং ২১ শতাব্দীর দক্ষতা (21st century skills) বিকাশ শিক্ষকমান-এ তালিকাভুক্ত যোগ্যতা না হলেও, এগুলো ভবিষ্যৎ মানবসম্পদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা হিসেবে ব্যাপকভাবে স্বীকৃত। তবে, বিটিপিটি কার্যক্রমের জন্য নির্ধারিত অধিবেশনসমূহে এই দক্ষতাগুলো গভীরভাবে আলোচনা করা হয়নি। এফজিডিতে অংশগ্রহণকারী ৭৫% প্রশিক্ষণার্থী বিষয়গুলো সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারেননি। অপরদিকে ৩৭% ইন্টার্নশিপ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকও উপরোক্ত ধারণাগুলোর সাথে পরিচিত ছিলেন না।

সারসংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে প্রতিফলনমূলক অনুশীলন, শিখন শেখানো প্রক্রিয়ায় অভিযোজনের লক্ষ্যে গাঠনিক মূল্যায়নের ফলাফল ব্যবহার, উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা অনুশীলন ও ২১ শতাব্দীর দক্ষতা বিকাশ প্রভৃতির জন্য প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীসহ সকল শিক্ষার্থীদেরকে সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকবৃন্দের শিখন শেখানো কার্যক্রম অনুশীলন পরিবর্তনের মাত্রা প্রত্যাশার চেয়ে কম বলে প্রতীয়মান হয়েছে। গাঠনিক মূল্যায়নের বিস্তৃত টুলস ব্যবহার, শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া সমৃদ্ধকরণে আইসিটির প্রয়োগ এবং শিক্ষার্থীর শিখন দক্ষতার পার্থক্য অনুযায়ী শিখন পরিবেশ কাঠামো তৈরির ক্ষেত্রেও উন্নয়নের সুযোগ রয়েছে। মেন্টরিং সহায়তার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন এমন এই ক্ষেত্রগুলোতে, কিছু ক্ষেত্রে উপজেলা মেন্টররাও দুর্বলতা প্রদর্শন করেছেন।

ইন্টার্নিশিপ পর্যায়ের সীমাবদ্ধতা এবং পিটিআই প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান অনুশীলনের ইতিবাচক ধারণা বিবেচনায়, এই গবেষণায় একটি প্রধান সুপারিশ হলো বিটিপিটির ইন্টার্নশিপ পর্যায় বন্ধ করে প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ে সময় বাড়ানো।

প্রশিক্ষণার্থীদের জ্ঞান ও দক্ষতা আত্মস্থ করতে বা গঠনমূলক মূল্যায়ন কাজ থেকে উপকৃত হতে খুব কম সময়ে অনেক বেশি নতুন ধারণা উপস্থাপন করা হচ্ছে এমন প্রচুর প্রমাণের ভিত্তিতে, সেপ্টেম্বরের শুরুতে একটি দ্বিতীয় অধিবেশন বিষয় বস্তু পর্যালোচনা কর্মশালা আহ্বান করা হয়। এই কর্মশালায় বিটিপিটির দুটি ব্যাচ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন এমন ১৪জন পিটিআই ইনস্ট্রাক্টরকে অতি দীর্ঘ বা অতি সংক্ষিপ্ত অধিবেশন, যে অধিবেশনগুলো একত্রিত করা যায় বা ভাগ করা উচিত, যে অধিবেশনগুলো ফলপ্রসূভাবে ই-লার্নিং মোডে রূপান্তর করা যায়, এবং কোথায় ভিডিওসহ পরিপূরক তথ্য ও শিখন উপকরণ যোগ করা উপকারী হবে, এবং কোন উপ-মডিউলে আরো বিষয়বস্তু যুক্ত করা দরকার তা চিহ্নিত করতে বলা হয়েছিল। এই কর্মশালার ভিত্তিতে, ১১৫ দিন কর্ম ঘণ্টার পিটিআই প্রশিক্ষণের একটি সংশোধিত রুটিন প্রণয়ন করা হয়। নতুন জ্ঞান ও দক্ষতার শিক্ষাদান অনুশীলনে স্থানান্তর সর্বোচ্চ করতে, শিক্ষাদান অনুশীলনকে সম্পূর্ণভাবে কর্মসূচির শেষে রাখার পরিবর্তে পিটিআই প্রশিক্ষণ ও শিক্ষাদান অনুশীলনের সময়গুলো পর্যায়ক্রমে রাখার সুপারিশ করা হয়য়েছে।

সুপারিশসমূহঃ

১. পিটিআইতে সময় ১১৫ দিনে উন্নীত করা, সন্ধ্যার অধিবেশনগুলো দৈনিক রুটিনে স্থানান্তর করা এবং গঠনমূলক মূল্যায়নের কার্যকর ব্যবহার সক্ষম করতে পর্যাপ্ত নমনীয়তা যোগ করা। ২. ইন্টার্নশিপ পর্যায় ও কাব স্কাউটিং প্রোগ্রাম বন্ধ করে পিটিআইতে অধ্যয়নের সাথে বিরতিতে পিটিআই প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ে ৭৫ দিনের সময় সূচি নির্ধারণ করা। পিটিআই ৫৫ দিন, প্রশিক্ষণ বিদ্যালয় ৩৫ দিন, পিটিআই ৫০ দিন, প্রশিক্ষণ বিদ্যালয় ৪০ দিন, পিটিআই ১০ দিন প্রশিক্ষণার্থীরা তাদের বিদ্যালয় থেকে ফিরে আসার পর পিটিআই ইন্সট্রাক্টর ও মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে মনিটরিং ও মেন্টরিং কাজ হস্তান্তরের জন্য সময় সূচিতে সময় বরাদ্দ রাখা। এটি বাস্তবায়নের বিকল্পগুলো আলোচনা করা হয়েছে। ৩. অধিবেশন বিষয় বস্তু পর্যালোচনা কর্মশালার সুপারিশ অনুযায়ী ম্যানুয়াল ও রিসোর্স বই হালনাগাদ করা, পেশাদারভাবে মুদ্রণ করা এবং সময় মতো বিতরণ করা। ৪. প্রশিক্ষণ উপকরণের জন্য বরাদ্দ সময় মতো পিটিআইতে বিতরণ নিশ্চিত করা। ৫. শূন্যপদে নিয়োগ ত্বরান্বিত করার পাশাপাশি পিটিআই ইনস্ট্রাক্টরদের কমপক্ষে দ্বিতীয় আরেকটি ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ প্রদান করা। ৬. পিটিআই ইনস্ট্রাক্টরদের গঠনমূলক মূল্যায়ন কাজের কার্যকর ডিজাইন এবং প্রয়োজনে বিটিপিটির উপাদান যেমন পাঠ সমীক্ষা পরিচালনা ও মূল্যায়ন, প্রতিফলনমূলক জার্নাল লেখা, ডিব্রিফিং সেশন পরিচালনা, বেসলাইন সার্ভে পরিচালনা এবং প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষণে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

৭. প্রশিক্ষণার্থীদের স্টার্টআপ খরচ পরিশোধের বোঝা লাঘব করতে সকল হোস্টেল খরচ মেটানো এবং প্রশিক্ষণ ভাতা পর্যালোচনা করা। ৮. মূল্যায়ন কাজে জড়িত ইন্সট্রাক্টরদের সম্মানী প্রদান করা। ৯. প্রশিক্ষণার্থীদের একযোগে চলমান শাখা/সেকশনের সংখ্যা সমর্থন করার জন্য পিটিআইতে শিক্ষণ সরঞ্জাম পর্যাপ্ত নিশ্চিত করা, যার মধ্যে রয়েছে বিটিপিটি প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য নির্ধারিত একটি কম্পিউটার ল্যাবে ৩০টি কার্যকর কম্পিউটার যা অনুশীলন ও অ্যাসাইনমেন্ট কাজের সুযোগ দিতে বর্ধিত সময়ে খোলা থাকবে। ১০. বিদ্যালয়ে শিখন-শেখানোর কার্যক্রম শুরু করার পূর্বেই সকল নবনিযুক্ত শিক্ষকদের পুনর্বিন্যস্ত বিটিপিটি প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা।

গবেষণা সারসংক্ষেপ

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিবর্তন ও ঝরে পড়ার অবস্থা বিশ্লেষণ: ময়মনসিংহ সদর

প্রাথমিক শিক্ষা শিশুর মৌলিক অধিকার। শিশুর এ অধিকার বাস্তবায়ন করা আমাদের সকলের দায়িত্ব। বাংলাদেশকে স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের সংবিধানের ১৭নং অনুচ্ছেদে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাদানের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সে লক্ষ্য বাস্তবায়নে ১৯৭৩ সালে ৩৬,১৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ এবং ১,৫৭,১৬৫জন শিক্ষকের চাকুরি সরকারিকরণ করা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় প্রাথমিক শিক্ষাকে আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে ২০১৩ সালে ২৬,১৯৩টি রেজিস্টার্ড বেসরকারি ও কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ এবং ১,০৪,০০০জন শিক্ষকের চাকরি সরকারি-করণ করা হয়। বর্তমান সরকার মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে বদ্ধপরিকর। এ লক্ষ্য অর্জনে প্রাথমিক শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজন নিরলসভাবে কাজ করছে।

প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি উপযোগী সকল শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করা, শিক্ষার্থীদের পাঁচ বছর বিদ্যালয়ে ধরে রাখা এবং শ্রেণি উপযোগী শিখন যোগ্যতা অর্জন করানো। এ কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সম্পন্নকরণের মাধ্যমে শিশুকে পরবর্তী শিক্ষাস্তরে প্রবেশ করানো। শিক্ষার্থীদের নিয়মিত উপস্থিতি, পাঠে সক্রিয়তা, বিভিন্ন সহশিক্ষাক্রমিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ তার মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রভাব রাখে, যা শিক্ষার্থীকে নিয়মিতভাবে শ্রেণি কার্যক্রম সমাপ্ত করতে সাহায্য করে।

প্রাথমিক শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নে সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের ফলে বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে । প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর উপস্থিতি বৃদ্ধিসহ প্রাথমিক শিক্ষায় নিট ভর্তির হার বেড়ে হয়েছে প্রায় শতভাগ। কিন্তু বিভিন্ন কারণে ভর্তিকৃত সকল শিশুকে বিদ্যালয়ে ধরে রাখা সম্ভব হচ্ছে না। APSC-২০২২ এর প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষায় ঝরে পড়ার গড় হার ১৩.৯৫%। ঝরে পড়া শুধুমাত্র বাংলাদেশেই নয়, বিশ্বের প্রায় সকল দেশেই বিদ্যালয় হতে শিক্ষার্থীর ঝরে পড়া একটি অন্যতম সমস্যা। তাই সরকার ঝরে পড়ার হার শূন্যের পর্যায়ে নামিয়ে আনার জন্য নিরলসভাবে কাজ করছে।

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমির অনুষদ সদস্যবৃন্দ ২০২৩ সালে ময়মনসিংহ সদর পজেলার ৩৭টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন প্রতিবেদনে-২০১৯ সালে প্রথম শ্রেণিতে যে সকল শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছিল ২০২৩ সালে তাদের পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ার কথা থাকলেও বেশ কিছু শিক্ষার্থীকে পঞ্চম শ্রেণি ও সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ে পাওয়া যায়নি। প্রথম শ্রেণিতে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর মধ্যে কতজন শিক্ষার্থী প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সম্পন্ন না করে বিদ্যালয় হতে ঝরে পড়ে বা অন্য কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়, এ শিক্ষার্থীর বর্তমান অবস্থান ও অবস্থা জানার জন্য গবেষণা।

গবেষণার উদ্দেশ্য: ২০১৯ সালে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে সকল শিক্ষার্থী শিক্ষাচক্র সম্পন্ন না করে বিদ্যালয় ত্যাগ করেছে তাদের ঝরে পড়ার হার নিরূপণ করা। ঝরে পড়ার বা অন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চলে যাওয়ার কারণ চিহ্নিত করা।

গবেষণার এলাকা:

ময়মনসিংহ সদর উপজেলা, বিদ্যালয় নির্বাচন: উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন (Purposive Sampling), বিদ্যালয় সংখ্যা: ৪৪টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, শহর এলাকার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (সিটি কর্পোরেশন)-১১, গ্রামীণ এলাকার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (প্রতি ইউনিয়ন হতে ০৩টি করে)-৩৩।

গবেষণার সীমাবদ্ধতা: শহর ও গ্রামীণ এলাকার বিদ্যালয় নির্বাচন করার ক্ষেত্রে সমান সংখ্যক বিদ্যালয় নির্বাচন করা সম্ভব হয়নি। ৪৪টি বিদ্যালয়ে ২০১৯ সনে ১ম শ্রেণিতে ভর্তিকৃত সর্বমোট শিক্ষার্থী ছিল ১৯৩৮ জন। ১৮৭৮ জন শিক্ষার্থীর নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। ৬০জন শিক্ষার্থীর তথ্য সংগ্রহ করা যায় নি। ৫৪ জন শিক্ষার্থীর পরিবার জীবিকার সন্ধানে স্কুলকে অবহিত না করেই অন্যত্র স্থানান্তরিত হয়। ভর্তিকৃত ০৬ জন শিক্ষার্থী মৃত্যুবরণ করে।

ফাইন্ডিংস:

ঝরে পড়া শিক্ষার্থী

বিবরণ	শিক্ষার্থী (প্রাক-প্রাথমিকসহ)			৬০ জন শিক্ষার্থীর তথ্য	শুধু প্রাক প্রাথমিক শ্রেণি পড়ে আসা শিক্ষার্থী
	বালক	বালিকা	মোট		
(ক)২০১৯ সনের ১ম শ্রেণির ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা	৯২৪	৯৫৪	১৮৭৮	১৮৭৮ + ৬০ = ১৯৩৮	৯২২
(খ) পঞ্চম শ্রেণি উত্তীর্ণ ও পুনরাবৃত্তি হয়ে অধ্যয়নরত (নিজ এবং অন্য বিদ্যালয়সহ)	৭৮০	৮৯২	১৬৭২	৫৪ জন শিক্ষার্থীর তথ্য বিদ্যালয়ে নেই। ৬জন শিক্ষার্থী পৃথিবীতে নেই।	৮৬৬
মোট ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা	১৪৪	৬২	২০৬		৫৬

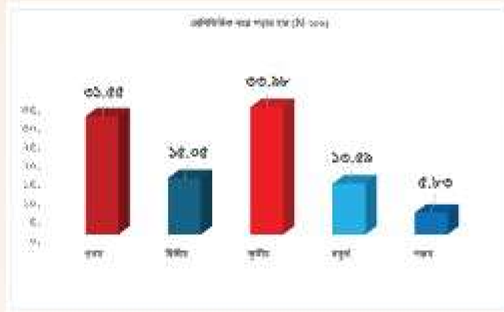

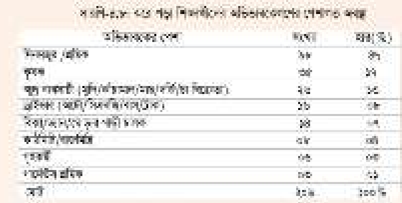

সপ্রাবি ভর্তিকৃত শিক্ষার্থী অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চলে যাওয়ার সংখ্যা

প্রথম শ্রেণির ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর মোট সংখ্যা	অন্য সপ্রাবি	কিন্ডারগার্টেন	উবিসপ্রাবি	মাদ্রাসা	এনজিও বিদ্যালয়	সর্বমোট অন্য প্রতিষ্ঠানে গমন
১৮৭৮	৭৪	৫৬	৫৭	৪৯৯	২৩	৭০৯

তৃতীয় শ্রেণিতে ঝরে পড়ার হার বেশি (৩৪%)

- প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে বাংলা, ইংরেজি ও গণিত বিষয়ে শিক্ষার্থীদের ভিত্তি দুর্বল থাকায় তৃতীয় শ্রেণিতে গিয়ে ঝরে পড়ে।
- ঝরে পড়া তৃতীয় শ্রেণিতে শিক্ষার্থীর ৮৫% শিশুশ্রমে জড়িত।
- করোনার জন্য লেখাপড়ায় পিছিয়ে পড়ার কারণে তাঁদের সন্তান লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে।
- অভিভাবকগণ পড়াতে পারেন না।

কিন্ডারগার্টেন (২.৯৮%) চলে যাওয়ার কারণসমূহ

▪শিক্ষকগণ আন্তরিক ▪অর্থনৈতিক স্বচ্ছল পরিবার ▪সর্বদা খোঁজ-খবর রাখে ▪শিক্ষার্থীর অগ্রগতি জানা যায় ▪পরীক্ষা হয়

অন্য সপ্রাবি (৩.৯৪) চলে যাওয়ার কারণসমূহ

▪অভিভাবকগণের বাসস্থান পরিবর্তন

উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে (৩.০৪) চলে যাওয়ার কারণসমূহ

▪১০ শ্রেণি পর্যন্ত বিদ্যালয় পরিবর্তন প্রয়োজন নাই ▪উচ্চ মাধ্যমিকের শিক্ষকগণ পড়ান ▪উচ্চ মাধ্যমিকে ভাই-বোন পড়ে

এনজিও স্কুলে (১.২২) চলে যাওয়ার কারণসমূহ

▪শিক্ষার্থীদের প্রণোদনা প্রদান ▪বাড়ি বাড়ি গিয়ে শিক্ষার্থী সংগ্রহ ▪বাড়ির খুব কাছেই স্কুল ▪অল্প সময়ের জন্য স্কুলে থাকে

মাদ্রাসায় (২৬.৫৭%) চলে যাওয়ার কারণসমূহ

▪অভিভাবকের ধর্মীয় অনুভূতি ▪করোনাকালীন স্কুল বন্ধ ছিল কিন্তু মাদ্রাসা চালু ছিল ▪মাদ্রাসায় সন্তান দিয়ে নিরাপদ থাকা যায় (ক্যাম্পাসের বাহিরে থাকে না, খেলাধুলা মাদ্রাসার বাহিরে করে না ▪কোন কোন ক্ষেত্রে সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আন্তরিকতার অভাব ▪বর্তমানে বাংলা মাধ্যমে লেখাপড়ায় চাকুরির অভাব ▪নতুন কারিকুলাম ভীতি ▪সপ্রাবি এ পরীক্ষার সংখ্যা কম

সুপারিশ:

▪ঝরে পড়া শিক্ষার্থীগণের ডেটাবেস তৈরি করা যাতে সেকেন্ড-চান্স-ইন-স্কুলে পড়ার সুযোগ পায়। ▪শিক্ষক-ছাত্র-অভিভাবক যোগাযোগ বৃদ্ধি করা।
▪নিয়মিত উপস্থিতির জন্য স্কুল ফিডিং এর ব্যবস্থা করা। ▪বাংলা, ইংরেজি এবং গণিত বিষয়ে পাঠদানকারী শিক্ষকগণের দক্ষতা নিশ্চিত করা।
▪তৃতীয় শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকের ব্রিজিং সহজ করা। ▪পিছিয়ে পড়া বিদ্যালয় এবং শিক্ষার্থীদের জন্য আলাদাভাবে নিড এসেস করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। ▪সামাজের চাহিদা বিবেচনা করে শিক্ষক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন বা পরিমার্জন করা। ▪সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগ করা। ▪প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সকলের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।

উপদেষ্টা

ফরিদ আহাম্মদ
সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

শাহ্ রেজওয়ান হায়াত
মহাপরিচালক (গ্রেড-১)
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

ড. মোঃ আবুল কালাম আজাদ (অতিরিক্ত সচিব)
মহাপরিচালক
উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো

মোছাঃ নূরজাহান খাতুন (অতিরিক্ত সচিব)
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট

মোঃ আবুল বশার (উপসচিব)
পরিচালক, শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট

সম্পাদকীয় পর্ষদ

ফরিদ আহ্‌মদ (যুগ্মসচিব)
মহাপরিচালক
জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি

জিয়া আহমেদ সুমন (উপসচিব)
পরিচালক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি

মোহাম্মদ আহসান ইবনে মাসুদ
উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি

মীর মোঃ আরিফুর রহমান
বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি

শামিয়া কবীর
সহকারী বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি

মাহবুবুর রহমান
সহকারী বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি

প্রাথমিক শিক্ষা বার্তা
সম্পাদনা: ভাষা অনুষদ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি
প্রকাশক: জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ
প্রকাশকাল: জুলাই ২০২৪
সম্পাদকীয় যোগাযোগ: Phone : 02 996 666 165

Primary Education Newsletter [Year-3, Issue-2, July 2024]
Edited by: Faculty of Language Education, NAPE
Published by: National Academy for Primary Education (NAPE), Mymensingh
Published Date: July 2024
E-mail: language.nape@gmail.com

মুদ্রণ: ভিশন প্রিন্টিং প্রেস, ছোট বাজার, ময়মনসিংহ।
মোবাইল: ০১৭১২-৪৭৬৫৭৬, E-mail : mofazzalpress@gmail.com